স্বর্ণ-কুমারী।

(উপন্যাস।

১০।১ নং অপার চিৎপুর রোড "বাল্মীকি পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।

২৪নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট "নূতন গুপ্ত যন্ত্রে"

শ্রীশ্রীনাথ লালা দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

স্বর্ণকুমারী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র নাথের পিতার নাম গোবিন্দ বল্লভ চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন মধ্যবিত্ত লোক, তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ও একটী মাত্র পুত্র যোগেন্দ্র নাথ। কন্যাটীর যখন ছয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি তেজপুরে তাহার বিবাহ দেন। তখন তেজপুরের পথে অত্যন্ত দস্যুভয় থাকাতে গতায়াত অত্যন্ত বিপদজনক ছিল। এই জন্য বিবাহের পর অবধিই তিনি শ্বশুরালয়ে ছিলেন,—কখন পিত্রালয়ে আসেন নাই, গোবিন্দ বল্লভ মধ্যে মধ্যে তেজপুরে লোক পাঠাইতেন এবং তাঁহার কন্যার ও জামাতার সংবাদ লইতেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যখন যোগেন্দ্রনাথের বয়স সতর বৎসর তখন গোবিন্দ বল্লভ একদিন রাত্রে হঠাৎ বাটী হইতে পলায়ন করিলেন। কেন পলায়ন করিলেন বা কোথায় পলায়ন করিলেন তাহা কেহই জানিত না। যোগেন্দ্রনাথ পিতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, বটে

কিন্তু দুঃখের বিষয় কোথাও তাঁহার সন্ধান পান নাই। তিন বৎসর অতীত হইল, তথাপি তাঁহার পিতার কোন তত্ত্ব না পাইয়া, তিনি চিন্তায় অতীব উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মাতাকে প্রবোধ দিয়া পিতার অন্বেষণে নিজেই বাহির হইলেন। এ-গ্রাম ও গ্রাম করিয়া পিতার অনুসন্ধানে বহুবিধ চেষ্টা ও বহুস্থান পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল দেখিয়া, তিনি এক্ষণে হতাশ হইলেন। তাঁহার পা আর চলে না। তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, জয়দেবপুর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহাতেও যদি তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তবে দেবগ্রাম হইয়া গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

যোগেন্দ্রনাথ এক্ষণে সেই জয়দেবপুরে। কিন্তু তিনি বিষণ্ণ।—তিনি ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। তাঁহার পা আর চলিতে চায় না,—তথাপি তাঁহার চলিবার ইচ্ছা বলবতী। আজ তিন বৎসর কাল অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন। তাহার মুখ ম্লান, তিনি ভাবিতেছেন জননী বৃদ্ধা, তাঁহার একমাত্র পুত্র কোথায় তিনি জানেন না, হয় ত তিনি দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছেন। পিতা গৃহে নাই, একমাত্র ভগ্নি নিকটে নাই, তিনি জীবিতা আছেন কি না তাহারও নিশ্চয় নাই। তবে কি পিতার অন্বেষণে আসিয়া জননীকে হারাইলাম? তাহা হইলেই বা কি হইল? ঘরেই বা ফিরিয়া গিয়া কি করি? এ দেখ্‌ছি আমার উভয় সঙ্কট। আমার প্রাণত্যাগই শ্রেয়ঃ। যোগেন্দ্রনাথ এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, রাস্তায় জনমানব নাই, কেবল একা যোগেন্দ্রনাথই কাঁদিতে কাঁদিতে জয়দেবপুরের পথ দিয়া চলিতেছেন। তাহার সঙ্গে কেহই নাই যে তাঁহাকে আশ্বাস দেয়। কেবল

কাঁদিতেছেন, আর মনে মনে এই ভাবিতেছেন যে, "পিতার ত আমি কোন অপরাধই করি নাই, তবে তিনি কেন গৃহ ত্যাগ করিলেন? তাঁহাকে কি কেহ বিনষ্ট করিয়াছে? তাহা না হইলে এত দেশ দেশান্তর অন্বেষণ করিলাম, কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলাম না কেন? পিতার যদি তত্ত্ব না পাই, তবে কি হইবে? কি বলিয়া মাতার নিকট যাইয়া দাঁড়াইব, আর কি বলিয়াই বা দেশে ফিরিয়া যাইয়া এ মুখ দেখাইব? হা বিধাতঃ! আমাকে আর কষ্ট দিওনা,—যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি! আর যে চলিতেও পারিনা।" এই বলিয়া তিনি সেই বৃক্ষহীন পথেই উপবেশন করিলেন। কতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, আবার উঠিলেন, আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা অবসান প্রায়,—সন্ধ্যা আগত, তিনি যে কোথায় যাইবেন, কেইবা তাঁহাকে রাত্রিতে আশ্রয় দিবে, তাহার কোনই স্থির নাই; কেবল চিন্তা [illegible] কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতেছেন। অবশেষে তিনি এক বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বস্থিত এক উপবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। সে অট্টালিকাটী জয়দেবপুরের রাজা বীরসিংহের এবং তৎ পার্শ্বস্থিত উপবনও তাঁহার। ঐ উপবন কেবল কারাবাসীদিগের জন্য,—তাহারাই ঐ উপবনের মধ্যে যে, একটী বৃহৎ সরোবর আছে সেই সরোবরে গমনাগমন করিয়া থাকে। এক্ষণে যোগেন্দ্রনাথ সেই উপবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। যোগেন্দ্রনাথ উপবন দেখিয়া মনে করিলেন যে, অবশ্যই এই উপবনের মধ্যে কোন দেবদেবীর মন্দির আছে; অতএব ভিতরে যাইয়া দেখা যাউক যদি তাহাই হয়, তবে অন্ধকার রাত্রি যাহাতে তথায় থাকা হয় তাহার ঠিক করিয়া অদ্য যতদূর পারি, অন্বেষণ করিব, পরে কল্য প্রত্যূষে গ্রামের অবশিষ্ট

অংশ অন্বেষণ করিয়া পরে দেবগ্রামে গমন করা যাইবে। এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনোমধ্যে দুঃখে আনন্দে ও বিস্ময়ে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করিতে অপারক। তিনি প্রথমেই দেখিলেন, দুইটী যুবতী সরোবরের পার্শ্বে বসিয়া কি ভাবিতেছেন।

তিনি একেবারে যুবতীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই যুবতী অতীব কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক! তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণাধিক সহোদরের কথা মনে হইতেছে" এই বলিয়া যুবতী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ যুবতীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি? আপনি যেই হউন আপনিই আমার স্নেহময়ী ভগিনী, কিন্তু আপনি এখানে কেন? আর কাঁদিতেছেনইবা কেন? যদি বলিতে কোন আপত্তি না থাকে তবে আমাকে বলিতে হইবে—"

যুবতী। "অভাগিনীর নাম নীরদা, আর কাঁদিতেছি কেন তাহা বলিতে আমার কোন বাধা নাই, তবে সে অনেক কথা এক্ষণে বলিলে তাহা শীঘ্র শেষ হইবেনা। পথিক! তুমি একপ ভয়ানক স্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

যোগেন্দ্রনাথ। "কোন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত।"

নীরদা। "ভাই! তোমার আর অভীষ্টসিদ্ধির প্রয়োজন নাই, তুমি অদ্যকার রাত্রি আমার গৃহে থাকিয়া কল্য নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিও, প্রাণ হারাইওনা।"

যোগেন্দ্রনাথ। কি? প্রাণ হারাইব? হারাই হারাইব,

তাও স্বীকার তথাপি চেষ্টার ত্রুটী করিবনা। ভাল ভগিনী তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন একটী ব্রাহ্মণকে এখানে দেখিয়াছ?

নীরদা। কোন ব্রাহ্মণ? কৈ না, কাহাকেও ত দেখি নাই।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে নীরদার কি মনে হইল, তিনি যোগেন্দ্রনাথকে কেবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পুনঃরায় কহিলেন; "ব্রাহ্মণ কে? তিনি কি তোমার সহিত আসিয়াছেন?"

যোগেন্দ্রনাথ। না আমার সহিত আসেন নাই বটে, তিনি আমার অগ্রে আসিয়াছেন। কেবল তাহার জন্যই আমার এ স্থানে আসা, তাহাকে না দেখিতে পাইয়াই আমি অতিশয় চিন্তিত আছি। এক্ষণে আর আমি বিলম্ব করিতে পারিনা, চলিলাম। যতদূর পারি একবার অন্বেষণ করিয়া আসি। দেখ ভগিনী ভাই বলিয়া মনে রাখিও।

নীরদা। সে কি কথা! এখন রাত্রি হইয়াছে, এখন তুমি কোথায় যাইবে? রাত্রিতে আর কোথাও অনুসন্ধানে যাইবার প্রয়োজন নাই,—কল্য প্রত্যূষেই যাইও।

যোগেন্দ্রনাথ। না ভগিনী আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি যখন রাত্রিতে থাকিবার স্থান পাইয়াছি, তখন আর আমার চিন্তা কি? আমি অন্বেষণ করিয়া পুনরায় এখানে আসিতেছি। তুমি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিও।

নীরদা। তুমি একান্তই যাবে, আচ্ছা তবে যাও। কিন্তু অধিক বিলম্ব করিওনা শীঘ্র আমার এখানে আসিও, আমি তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিব।

তাঁহার ... তার

অংশ অন্বেষণ করিয়া পরে দেবগ্রামে গমন করা যাইবে। এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনোমধ্যে দুঃখে আনন্দে ও বিস্ময়ে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করিতে অপারক। তিনি প্রথমেই দেখিলেন, দুইটী যুবতী সরোবরের পার্শ্বে বসিয়া কি ভাবিতেছেন।

তিনি একেবারে যুবতীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই যুবতী অতীব কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক। তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণাধিক সহোদরের কথা মনে হইতেছে" এই বলিয়া যুবতী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ যুবতীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি? আপনি যেই হউন আপনিই আমার স্নেহময়ী ভগিনী, কিন্তু আপনি এখানে কেন? আর কাঁদিতেছেনইবা কেন? যদি বলিতে কোন আপত্তি না থাকে তবে আমাকে বলিতে হইবে—"

যুবতী। "অভাগিনীর নাম নীরদা, আর কাঁদিতেছি কেন তাহা বলিতে আমার কোন বাধা নাই, তবে সে অনেক কথা এক্ষণে বলিলে তাহা শীঘ্র শেষ হইবেনা। পথিক! তুমি এরূপ ভয়ানক স্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

যোগেন্দ্রনাথ। "কোন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত।"

নীরদা। "ভাই! তোমার আর অভীষ্টসিদ্ধির প্রয়োজন নাই, তুমি অদ্যকার রাত্রি আমার গৃহে থাকিয়া কল্য নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিও, প্রাণ হারাইওনা।"

যোগেন্দ্রনাথ। কি? প্রাণ হারাইব? হারাই হারাইব,

তাও স্বীকার তথাপি চেষ্টার ত্রুটী করিবনা। ভাল ভগিনী তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন একটী ব্রাহ্মণকে এখানে দেখিয়াছ?

নীরদা। কোন ব্রাহ্মণ? কৈ না, কাহাকেও ত দেখি নাই।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে নীরদার কি মনে হইল, তিনি যোগেন্দ্রনাথকে কেবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার কহিলেন; "ব্রাহ্মণ কে? তিনি কি তোমার সহিত আসিয়াছেন?"

যোগেন্দ্রনাথ। না আমার সহিত আসেন নাই বটে, তিনি আমার অগ্রে আসিয়াছেন। কেবল তাহার জন্যই আমার এ স্থানে আসা, তাহাকে না দেখিতে পাইয়াই আমি অতিশয় চিন্তিত আছি। এক্ষণে আর আমি বিলম্ব করিতে পারিনা, চলিলাম। যতদূর পারি একবার অন্বেষণ করিয়া আসি। দেখ ভগিনী ভাই বলিয়া মনে রাখিও।

নীরদা। সে কি কথা! এখন রাত্রি হইয়াছে, এখন তুমি কোথায় যাইবে? রাত্রিতে আর কোথাও অনুসন্ধানে যাইবার প্রয়োজন নাই,—কল্য প্রত্যূষেই যাইও।

যোগেন্দ্রনাথ। না ভগিনী আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি যখন রাত্রিতে থাকিবার স্থান পাইয়াছি, তখন আর আমার চিন্তা কি? আমি অন্বেষণ করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আসিতেছি। তুমি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিও।

নীরদা। তুমি একান্তই যাবে, আচ্ছা তবে যাও। কিন্তু অধিক বিলম্ব করিওনা শীঘ্র আমার এখানে আসিও, আমি তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিব।

এই বলিয়া এক্ষণে যোগেন্দ্রনাথ পুনর্ব্বার তাঁহার পিতার

অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বাহির হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিকদূর যাইতে হইল না। যেমন তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন চারিজন কৃষ্ণবর্ণ যমের মত আকৃতি দস্যু অসি হস্তে করিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু দস্যুগণ তথাপি তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র নাথ দৌড়াইয়া আর কোথায় যাইবেন। তিনি নীরদার নিকট আসিয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার চেতন হইল, তখন দেখিলেন দস্যুগণ চলিয়া গিয়াছে,—তাহারা আর তথায় কেহ নাই, কেবল সেই স্নেহময়ী ভগিনী নীরদাই শুশ্রূষা করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুগণ কোথায়?"

নীরদা কহিলেন, "আমাকে দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিয়াছে।"

যোগেন্দ্রনাথ চৈতন্য লাভ করিয়া মনে করিলেন, যদি দস্যুহস্তে প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে আর সংসারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। পিতার অনুসন্ধান না পাইয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। এমন কি, তাঁহার পিতার অন্বেষণে যাইয়া যে তিনি সমূহ বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, দস্যুহস্তে প্রাণ বিনষ্ট হয় হউক, তথাপি অদ্যই আমি পিতার অনুসন্ধান করিব। এই স্থির করিয়া তিনি পুনরায় নীরদাকে বলিলেন, "ভগিনী তুমি অদ্য আমার যেরূপ উপকার করিয়াছ, বোধ হয় সহোদরা ভগিনীতেও এরূপ করেনা। তোমার নিকট আমি চিরকালের জন্য ঋণী রহিলাম। এক্ষণে পুনরায় আমি অনুসন্ধানে বহির্গত হইব, আমায় বিদায় দেও।"

নীরদা। ভাই অনেক দিন হইল, আমি তোমার মত মুখ আর দেখি নাই, ওরূপ মিষ্ট কথাও শুনি নাই।

এই বলিয়া নীরদা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, নয়নাশ্রুতে বদন মণ্ডল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভাই! আমি নিতান্ত হতভাগিনী। সে পরিচয় আমি তোমাকে দিয়া দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করি না। ভাল, যাইবে বলিতেছ যাও, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু একটী অনুরোধ রক্ষাকর।'

যোগেন্দ্রনাথ। কি অনুরোধ ভগিনী?

নীরদা। কি অনুরোধ? যদি রাখ তবে বলি; আমার একটী সহোদর ছিল, ভাইটীকে আমি অনেক দিন দেখি নাই, তোমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তুমি আমার সঙ্গে এক্ষণেই গৃহে চল, রাত্রি হইয়াছে,—তোমার আর অন্য কোথাও অনুসন্ধানে যাইয়া কাজ নাই।

যোগেন্দ্রনাথ। তোমার সহিত আমি কোথায় যাইব? তোমার গৃহ কোথায়?

নীরদা। ভাই! বলিতে লজ্জা করে, শরীর শিহরিয়া উঠে; আমি কারাগারে থাকি—

যোগেন্দ্রনাথ। তবে আমি তোমার সহিত কোথায় যাইব? তাইত এক্ষণে উপায়? আমি এ রাত্রে কোথায়ইবা যাই?

নীরদা। বন্দীগৃহে যাইবে বলিয়া ভয় করিও না। সে আমাদের প্রকৃত বন্দীগৃহ নয়, আমাদের নিকট প্রহরী নাই, আমরা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি।

যোগেন্দ্রনাথ। সেখানে আপনারা কয়জন বন্দী আছেন।

নীরদা। আমরা দুইজন, উভয়েই স্ত্রীলোক আমরা বন্দী ও দাসী।

যোগেন্দ্রনাথ। দাসী ? কাহার দাসী ?

নীরদা। সে কথা পরে বলিব, এক্ষণে তোমাকে ক্লান্ত দেখিতেছি ; অগ্রে আমার সহিত চল।

যোগেন্দ্রনাথ। আমি তোমার সহিত যাইব, কিন্তু কিছু বিলম্বে, আমি যাঁহার জন্য এ দেশে আসিয়াছি এবং যাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া তোমার ন্যায় এমন স্নেহময়ী ভগিনী লাভ করিয়াছি এবং যাঁহার অন্বেষণে যাইয়া এই মাত্র আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে তোমা কর্তৃক রক্ষা পাইয়াছি, আমি আবার তাহার অন্বেষণে যাইব,—নতুবা আমার মন স্থির হইতেছে না।

নীরদা। আচ্ছা তবে যাও, তুমি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া এস, আমি আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না। তুমি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া উভয়ে আমার গৃহে যাইও।

যোগেন্দ্রনাথ। আপনি চলিলেন, কিন্তু কোথায় আপনার গৃহ ? কোথায় যাইলে আপনার সাক্ষাৎ পাইব।

নীরদা। এই উপবনের পশ্চিম দিকে যে পথ, ঐ পথ দিয়া কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া বাহাতি যাইবে, বাঁহাতি যাইয়াই দক্ষিণদিকে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইবে, তাহার নিকট যে একটী শিবালয় আছে, তুমি তাহার ভিতর যাইবে, সেই শিবালয় মধ্যে আমার গৃহ। আর যে অট্টালিকার কথা কহিলাম, উহা রাজার কারাগার।

যোগেন্দ্রনাথ। তবে তুমি অগ্রসর হও, আমি পরে কিছু বিলম্বে যাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নীরদা পশ্চাদ্দিকে চাহিতে চাহিতে তথা হইতে আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন বটে,—কিন্তু তাঁহার পা আর চলেনা। অনেক দিন পরে দেশীয় লোক দেখিয়া যে কিরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি যোগেন্দ্রনাথের নিকট সর্ব্বদা থাকেন,—তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা কথা কহেন এবং তাঁহার মিষ্টকথা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন। পাঠক! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা কখনও বিদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন স্বদেশ কি মধুর এবং স্বদেশী কি প্রীতিপদ।

নীরদা ক্রমে অন্তর্হিতা হইলেন। যোগেন্দ্রনাথ এতক্ষণ দেখিতেছিলেন, নীরদা কোন্ পথ দিয়া গমন করেন। তিনিও এক্ষণে পিতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি আবার গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু এবার তাঁহার মনে মনে ভয় হইতে লাগিল। তিনি পথিমধ্যে এক স্থানে রুধির পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, অনতিদূরে রক্তবর্ণ এক খণ্ড বস্ত্র পতিত রহিয়াছে। তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইল।—তিনি পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া

নিকটে আসিলেন, নিকটে আসিয়া কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন, এক খানি ছিন্ন বস্ত্র ও একখানি উত্তরীয় খণ্ড রুধির প্লাবিত হইয়া পতিত রহিয়াছে। চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড রুধিরধারায় শোভিত হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তিনি আর চলিতে পারিলেন না,—সেই খানেই উপবেশন করিলেন।

এ বস্ত্র কাহার? কাহার উত্তরীয় খণ্ড অদ্য রুধিরে প্লাবিত হইয়াছে! আহা আমার ন্যায় কোন দুর্ভাগ্য পথিক হয় ত এই গ্রামে আসিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পথিক কি জন্য গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল? দস্যুগণের হস্তে কালগ্রাসেপতিত হইবার জন্যই কি স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন? দস্যুগণ! তোমরা এই হতভাগ্যের কি শোচনীয় দশাই ঘটাইলে! আমার মন কি জন্য এত ব্যাকুল হইল! আমার পিতা এখন কোথায়? তিনিও কি তোমাদের করাল কবলে পতিত? তাহা হইলে আমাকে আর কেন বৃথা যন্ত্রণা দাও?—আমাকেও তাঁহার নিকট পাঠাও। যোগেন্দ্রনাথ এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, আর তাহার নয়ন হইতে অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে। তিনি সহসা চমকিত হইলেন। তিনি আর তথায় উপবেশন করিতে পারিলেন না। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং নীরদার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি নীরদার কথিত বৃহৎ অট্টালিকা ও তৎপার্শ্বে শিবালয় দেখিতে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, নীরদা এই শিবালয়েই তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তন্মধ্যে সহসা প্রবেশ করিতে পারিলেন না, অতিশয় ভীত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোথায় ছিলাম, কোথায়

আসিলাম, কোথায়ই বা যাইতেছি? আবার মনে করিলেন, অনর্থক কি জন্য ভয় করিতেছি? আমাকে তিনি এই মন্দিরেইত প্রবেশ করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেবমন্দির অন্ধকারময়,—কোন আলোক নাই। যোগেন্দ্রনাথ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অতি কাতর স্বরে কহিলেন, "কৈ এ মন্দিরের মধ্যেত কেহই নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ এই রূপ কহিতেছেন, সহসা পার্শ্ব হইতে কি একটী কথা শুনিতে পাইলেন; তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, "আপনি কে?"

কথাটী শুনিয়া তিনি স্থির করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই কোন রমণীকণ্ঠনির্গত সুমধুর স্বর। কিন্তু যে কামিনীর সহিত উপবনে দেখা হইয়াছিল, ইহা তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত নহে। এ কথাটী তাহা অপেক্ষাও মধুর, তাহা অপেক্ষাও মিষ্ট এবং অতিশয় মৃদু। এরূপ স্বর কেবল কোকিলকণ্ঠেই সম্ভবে। পূর্ব্ব যুবতীর স্বরও এরূপ নহে, সে স্বর মিষ্ট বটে, কিন্তু গম্ভীর। এ কথাটী কোন বালিকা,—কোন সুকুমারী করিয়াছেন, তিনি আবার সেই রূপ মধুরস্বরেই শুনিলেন, "মন্দিরে কে প্রবেশ করিয়াছেন?"

কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথের সকল চিন্তা দূর হইল,—তিনি সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। এ রূপ মধুরস্বর তিনি কখনও শুনেন নাই,—এ রূপ সুধারস কখনও পান করেন নাই।

তিনি এই রূপ দুই তিন বার [illegible] পর উত্তর প্রদান করিলেন, "আমি পথিক।" [illegible] হইতে সেই কামিনী কণ্ঠের সুমধুর স্বরই শুনিতে [illegible] "কে [illegible] এখানে আসিয়াছ বাছা?"

তিনি কহিলেন, "নিকটস্থ উপবনে এক কামিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনিই আমায় এখানে আনিতে কহিয়াছেন।"

"তবে এই দিকে আসুন।" যোগেন্দ্রনাথ এই কয়টী কথা শুনিতে পাইলেন এবং পার্শ্বস্থ একটি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কিন্তু তিনি সেই সুমধুরভাষিণীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন, আর অন্য দিক হইতে সেই মধুর স্বরেই শুনিতে পাইলেন "দ্বার রুদ্ধ করুন।"

তিনি তাহাই করিলেন। কিন্তু সেখানেও আলোক নাই।

তিনি আবার শুনিলেন "নির্ভয়ে আসুন কোন ভয় নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কোথায় যাইব ? সকলই যে অন্ধকার।" আর তিনি কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, কে আলোক লইয়া আসিতেছে। আলোক নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন, সেই স্নেহময়ী ভগিনী নীরদা। তাঁহাকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নীরদা হস্তে প্রদীপ লইয়া নিকটে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! আসিয়াছ, তুমি যাঁহার অনুসন্ধানে যাইলে তিনি কোথায় ?"

যোগেন্দ্র নাথ। তাহার সন্ধান পাইলাম না। বোধ হয় তিনি জীবিত নাই।

এই বলিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। নীরদাও শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। কেন যে চিন্তিত হইলেন, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আবার প্রসন্না হইয়া যোগেন্দ্র নাথকে কহিলেন, "ভাই! চিন্তা করিও না, তিনি জীবিত

আছেন। চল প্রাঙ্গণে শ্রান্তিদূর করিবে।" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, যোগেন্দ্রনাথও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এক প্রকোষ্ঠ দুই প্রকোষ্ঠ পরে তিন প্রকোষ্ঠ পার হইয়া তিনি সেই নীরদার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীরদা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—ঘর খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত; চারি ধারে চারিটী মাত্র গবাক্ষ এবং একটী প্রশস্ত দ্বার আছে। গৃহে অপর কেহই নাই দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনী! এ গৃহ কার? কাহার কারাগারে তুমি বদ্ধ আছ?"

নীরদা। ইহা রাজা বীরসিংহের গৃহ।

যোগেন্দ্র নাথ। তিনি কি জাতি?

নীরদা। সে সব পরে বলিব।

যোগেন্দ্র নাথ। তিনি বোধ হয় ক্ষত্রিয় নয়? ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহার এ প্রকার আচরণ কখনই হইত না। নিশ্চয় তিনি কোন নীচ জাতি হইবেন। আচ্ছা তুমি এখানে একাকিনী থাক?

নীরদা। আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক এখানে থাকি, উভয়েই কাঙ্গালিনী এবং কারারুদ্ধা।

যোগেন্দ্র নাথ। অপর কামিনী—

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক পরমাসুন্দরী কুমারী হস্তে কি গ্রহণ করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতবদনে সেই গৃহাভিমুখে আসিতেছেন তাঁহার সৌন্দর্য্য বসন ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে, কারণ বিজলী কখনও মেঘেতে লুক্কায়িত থাকে না। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, এই কোকিল-কণ্ঠার

সহিত তাঁহার প্রথমে শিবালয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। কুমারী আসিয়া খাদ্যপরিপূর্ণ পাত্রটী পালঙ্কের উপর রাখিলেন এবং পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। নীরদা তাহাকে বাহিরে গমন করিতে দেখিয়া "স্বর্ণ, স্বর্ণ" বলিয়া দুইবার ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না; পুনরায় ডাকিলেন, "স্বর্ণ।" উত্তর পাইলেন না, কিন্তু দেখিলেন স্বর্ণকুমারী কপাটের অন্তরাল হইতে পথিকের মুখখানি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছেন এবং এক একবার মৃদু মৃদু হাসি হাসিতেছেন। নীরদা তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "স্বর্ণ! ঘরে এস; পথিক আমাদিগের ঘরের লোক, ইঁহার নিকট লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই।"

স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীরদার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, তিনি দেখিলেন, অতি অপরূপ রূপ,—এরূপ রূপ তিনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই। তিনি দেখিলেন, স্বর্ণকুমারীর বদনখানি বস্ত্র দ্বারা কতক অনাবৃত, দেখিলেন স্বর্ণকুমারী নির্ম্মল শান্তি সুখদায়িনী।—

সকলেই পালঙ্কে বসিয়া আছেন, সকলেরই মনের ভাব পৃথক্ পৃথক্। সকলেই আজ অতি সুখী, নীরদা সহোদর সদৃশ,—স্বদেশীয় মূর্ত্তি দর্শনে সুখী, যোগেন্দ্রনাথ সহোদরা ভগিনীর ন্যায় সেই করুণাময়ী নীরদার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুখী; কিন্তু তাঁহার সুখের আরও কারণ আছে, তাহার মনোমন্দিরে অদ্য স্বর্ণকুমারীর স্বর্ণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বর্ণকুমারী সুখী এবং প্রফুল্ল; কিন্তু তাঁহার সুখের ও প্রফুল্লতার এক মাত্র কারণ সেই পথিক। তিনি যোগেন্দ্রনাথের প্রতি সরল দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—ঈষৎ হাসিতেছেন, আবার মুখ

অবনত করিতেছেন এবং মনে মনে কত সুখানুভব করিতে-ছেন। যোগেন্দ্র নাথও দেখিতেছেন;—কিন্তু যখন দেখিতেছেন, তখন স্বর্ণকুমারী অবগুণ্ঠনাবৃতা—অবনতবদনা। কিন্তু অব-গুণ্ঠনে কি করিবে? তাঁহার মনের ভাব অবগুণ্ঠনেত আর ঢাকা যাইতেছে না, তাঁহাব আনন্দ এবং আনন্দের চিহ্ন হাসিটী,—বসন ভেদ করিয়াও দেখা যাইতেছে। পাঠক! ইহা দেখিয়া মনে কি হয়? তাঁহাদের মনে কিসের ভাব উদয় হইয়াছে? হাসি মুখের এ নূতন হাসি কেন? বালিকা বয়সে এ মধুব লজ্জা, এ সরল কটাক্ষ কি জন্য? এ কিসেব ভাব? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহাদিগেব উভয়েরই মনে প্রেমেব অঙ্কুব এই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছে,—বিশুদ্ধ প্রণয় তাঁহাদের কোমল অন্তঃকরণে এই প্রথম প্রবেশ কবিয়াছে।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীবদাও ইহাতে পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি স্বর্ণের সুখেই সুখী, স্বর্ণকে সুখী দেখিয়া আজ তিনি সুখী হইয়া-ছেন;—স্বর্ণেব আনন্দে আজ তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। স্বর্ণের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, তখন তিনি স্বর্ণকে পাইযা-ছেন এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর মত এতদিন লালন পালন করিয়া-ছেন। এক্ষণে স্বর্ণের বয়ঃক্রম পঞ্চদশবৎসর, তিনি কোন সুপাত্রের হস্তে অর্পিত হন—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। স্বর্ণ

তাঁহার প্রাণসম,—স্বর্ণকে পাইয়া অবধি তিনি সকল দুঃখই বিস্মৃত হইয়াছেন। স্বর্ণকুমারীও অতিশয় শান্ত স্বভাবা,—তিনি সকল বিষয়েই নীরদার পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। এক্ষণে তিনি কিছু অন্যমনা হইয়াছেন। নীরদা তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণ তোমার ঘুম পাইয়াছে?

স্বর্ণকুমারী তাহার কথায় কোনই উত্তর দিলেন না, কেবল অবনত মস্তকে রহিলেন।

নীরদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে কেন? যদি ঘুম পাইয়া থাকে, তবে এই পালঙ্কের উপর শয়ন কর।"

এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, স্বর্ণও হাসিলেন এবং যোগেন্দ্রনাথও হাসিলেন।

স্বর্ণ। তুমি কোথায় শয়ন করিবে?

নীরদা। আমি এইখানে শয়ন করিব।

স্বর্ণ লজ্জায় মস্তক হেট করিলেন এবং বলিলেন, "না আমার ঘুম পায় নাই।"

নীরদা। আমি বুঝিয়াছি, আজ তোমার ঘুম পাইবে না।

স্বর্ণকুমারী লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিলেন না,—অবনত মস্তকে রহিলেন।

নীরদা স্বর্ণকুমারীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আহা স্বর্ণ! আমাদের কপালে কি—"

এই বলিয়া তিনি যোগেন্দ্রনাথের নিকট যাইয়া তাঁহার কর্ণে কি বলিলেন। তিনি শুনিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন,

হাসিতে তাঁহার বদন পরিপূর্ণ হইল, স্বর্ণ কিছুই শুনিতে পাইলেন না,—কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের বদনে হাসি দেখিয়া মনে করিলেন পরামর্শ অশুভ নয়।

নীরদা যোগেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "ভাই পথিক! আমার স্বর্ণ বড় সরলমনা, আমি ইহার বিবাহের নিমিত্ত অতি-শয় চিন্তিতা; কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কারা-গারে বাস।—"

নীরদাকে এই রূপ কহিতে দেখিয়া স্বর্ণকুমারী পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলী দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

নীরদা হাসিয়া কহিলেন, "ইহাতে লজ্জা কি স্বর্ণ! তুমি কি চিরকালই আইবড় থাকিবে?"

স্বর্ণকুমারী আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি চিরকালই আইবড় থাকিব। তাহাতে ক্ষতি কি?"

নীরদা। তুমি থাক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু থাকিতে পাইবে না। তুমি ছেলে মানুষ বুঝিতে পার না; আমরা কারাবাসিনী—আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করা অতিশয় কঠিন।"

এই বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন এবং যোগেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "পথিক! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

যোগেন্দ্র নাথ। এখনও হয় নাই।

নীরদা। আমার ইচ্ছা তোমার মত কোন সুপাত্রের হস্তে স্বর্ণকে সমর্পণ করি।

স্বর্ণকুমারী একটু হাসিলেন, সে হাসির অর্থ এই, যে স্বর্ণেরও সেই ইচ্ছা।

এই রূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল,—নিদ্রায় সকলেরই চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর চক্ষে আর নিদ্রা নাই। নীরদা তাহা

দেখিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ! তুমি এখানেই থাক, আমি শুইগে, আমার ঘুম পাইয়াছে।"

স্বর্ণ। আমি কি এখানে থাকিতে চাহিতেছি?"

নীরদা। চাহিতে আর কেমন করে হয়, অন্যান্য দিন তুমি সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যাও; আজ আর তোমার চক্ষে ঘুম নাই।

স্বর্ণ। ঘুম পায় নাই তো আমি কি করিব?

নীরদা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আজ আর তোমার ঘুম পাইবে না।

এই বলিয়া নীরদা হাসিতে হাসিতে যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং শয়নাগারে গমন করিলেন। স্বর্ণকুমারীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যাইলেন বটে, কিন্তু যাইবার কালীন তাঁহার পা আর সরে না,—চক্ষু আর ফিরিতে চায় না। স্বর্ণ পশ্চাৎ দিকে চাহিতে চাহিতে নিস্পন্দলোচনে যোগেন্দ্রনাথকে দেখিতে দেখিতে শয়ন করিতে যাইলেন। তিনি আর যোগেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু মনে মনে তাঁহার সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন,—হৃদয় হইতে আর সে মূর্ত্তি যাইল না। নীরদা শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিতা হইলেন, কিন্তু স্বর্ণকুমারী জাগিয়া রহিলেন,—তাঁহার নিদ্রা আসিবে কেন?

এ দিকে যোগেন্দ্রনাথও শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও নিদ্রা নাই। তাঁহার নিদ্রা থাকিবে কেন? স্বর্ণকুমারীর যে ব্যাধি, যোগেন্দ্রনাথেরও তাহাই। স্বর্ণকুমারী যাহা ভাবিতেছেন, তিনিও তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি তাঁহার পিতাকে এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশুদ্ধ প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি মধুর ভাব!

যোগেন্দ্রনাথ তুলি ধরিয়া স্বর্ণকুমারীকে চিত্তপটে চিত্রিত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার নিদ্রা আসিল, তিনি সকলই বিস্মৃত হইলেন। যোগেন্দ্রনাথ এখন তোমার স্বর্ণকুমারী কোথায়? বোধ করি, তোমার মনোমধ্যেই আছে। স্বর্ণকে তুমি কখনই ভুলিতে পারিবে না; কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, সেরূপ মধুর পদার্থ ভুলা যায় না।

এই যে নিদ্রিত অবস্থায়ও তোমার মুখ খানি হাসি হাসি হইয়াছে! এ আবার কি? যোগেন্দ্রনাথ তোমার মুখখানি সহসা শুষ্ক হইল কেন? এই যে, তুমি কাঁদিতেছ! কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কি বলিতেছ—"হা জগদীশ্বর। পিতা কোথায় রহিলেন? জননী? বোধ হয় পিতার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। স্বর্ণ! চলিলাম মনে রেখো।"

যোগেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহার মনোমধ্যে কত ভাবের উদয় হইতেছে! তিনি আবার কি বলিতে লাগিলেন, "স্বপ্নে, কি জাগরণে কে এ গান করিতেছে? আহা কি মধুর সঙ্গীত। বোধ করি দেবকন্যারা গান করিতেছেন। আমি কি নিদ্রিত? ইহা কি স্বপ্ন? না—এই যে যথার্থই কে গান করিতেছে।"

"যার বদন চাই, সে কি আমার বদন পানে চাবে না?
যার হাতে প্রাণ, কর্ত্তে চাই দান, প্রাণ নিয়েকি প্রাণ দেবে না?"

"আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি না জেগে আছি? এই যে আবার শুনতে পাচ্চি।"

যোগেন্দ্রনাথ নিদ্রিত অবস্থায় এই রূপ কহিতে কহিতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চক্ষু মুদিত করিলেন, আবার চাহিলেন, পুনরায় শুনিলেন, কে মধুর স্বরে গান গাহিতেছে। তিনি এবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেন।

"যার বদন চাই, সে কি আমার বদন পানে চাবে না?
যার হাতে প্রাণ, কর্ত্তে চাই দান, প্রাণ নিয়ে কি প্রাণ দেবেনা?
প্রতিদানে যদি গো তার না হয় রুচি,
দান নিয়ে পায়, ঠাঁই দিতে চায়, তবু যে হায় বাঁচি।
যতন করে প্রেম রতন, শেষে পেতেও রাজি আছি,
যতন বিনা মনের মতন রতন লাভ কভু ঘটে না।"

যোগেন্দ্রনাথ এই সঙ্গীত শুনিয়া প্রথমে মনে করিলেন, স্বপ্নে শুনিতেছি। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন,—স্বপ্নে নয় জাগরণে; তাঁহার স্বর্ণকুমারীই এই সঙ্গীত করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। পক্ষীগণ গান করিয়া উঠিল। চক্রবাক আহ্লাদ সহকারে চক্রবাকীর নিকটে উপস্থিত হইল। উঃ! তাহারা সমস্ত রাত্রিই বিরহ বেদনা সহ্য করিয়াছে; এক্ষণে তাহাদের মিলন হইবে,—এখন তাহাদের সুখের দিন। দিন সকলের পক্ষে সমান যায় না, আজ কাহারও সুখের দিন, আবার কাহারও দুঃখের দিন। আজ কোন যুবক নূতন বিবাহ করিয়া, নব বধুর হাসি হাসি মুখখানি দেখিয়া, সর্ব্বদা হাসিতেছেন, আবার কোন হতভাগ্য যুবক হয়ত সেই প্রাণাধিকার নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়াছেন। এই প্রভাত হইল, আজ কত লোকের, সম্পদ, কত লোকের

বিপদ। পাঠক আজ স্বর্ণকুমারীর এবং যোগেন্দ্রনাথের কি বিষাদ! এই প্রগাঢ় প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াও আজ যোগেন্দ্রনাথ বিদায় লইবেন।

নীরদা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, যে ঘরে যোগেন্দ্র নাথ শয়ন করিয়া আছেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। নীরদা তাঁহার সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং কহিলেন, "ভাই এরূপভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

যোগেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সেই স্নেহময়ী নীরদা। তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগিনী আমি অতি হতভাগ্য। আমার চিন্তা করিবার অনেক কারণ আছে। সে সকল শুনিয়া আপনার কি হইবে? আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ হয় আর কেহ নাই।"

এই রূপ কহিতে কহিতে যোগেন্দ্রনাথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নীরদা এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া যোগেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া সজল-নয়নে কহিতে লাগিলেন, "ভাই কাঁদিও না, শান্ত হও, ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমি নিতান্ত দুঃখিনী ও হতভাগিনী, তাহা না হইলে তুমি আমার বন্ধু—তুমি মন দুঃখ পাইবে কেন? ভাই! ঈশ্বর আমার প্রতিকূল এবং যে লোক আমার মঙ্গল প্রার্থনা করে তাহারও প্রতিকূল।"

যোগেন্দ্র নাথ ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন এবং কহিলেন, "ভগিনী তুমিই আমার জীবন দান করিয়াছ, আমি তোমার নিকট চিরকাল ঋণী রহিলাম, এক জন অকৃতজ্ঞ ভাই বলে আমাকে মনে রাখিও। এখন আমি চলিলাম।"

নীরদা। ভাই তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি অনেক

সুস্থ হইযাছি; আমার ক্লেশের ও অনেক লাঘব হইয়াছে। আমি হতভাগিনী, আমার স্বর্ণও জন্মম দুঃখিনী।”

এই কথা কহিতে কহিতে নীরদা সহসা নীরব হইলেন এবং এক দৃষ্টে কি দেখিতে লাগিলেন। নীবদা কি দেখিতে লাগিলেন? দেখিলেন স্বর্ণকুমারী কপাটের অন্তরাল হইতে অশ্রু-মোচন করিতেছেন এবং এক একবার যোগেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেছেন,—নীবদা তাহাই দেখিতে লাগিলেন। স্বর্ণকুমারী সুপাত্রে মনোনিবেশ করিযাছেন ভাবিযা তিনি সুখী হইযাছেন, কিন্তু তিনি আবার কি ভাবিলেন,—যোগেন্দ্র নাথ অপবিচিত, পাছে স্বর্ণকুমারীব মন অপহবণ কবিযা পলাযন কবেন, তাহা হইলেত আব স্বর্ণেব দুঃখেব অবধি থাকিবে না। এই ভাবিতে ভাবিতে তাহাব মুখ মলিন হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে মলিনতা দূর হইল; তিনি প্রসন্না হইলেন। ভাবিলেন, পথিককে আমি ভাই বলিযা সম্বোধন কবিযাছি, পথিকেব হস্তে স্বর্ণকুমারী অর্পিত হইলে, আমি অবশ্যই সুখী হইব।

এই রূপ আন্দোলন কবিতে কবিতে নীরদা স্বর্ণকুমাবীর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাব হস্ত ধাবণ করিযা পুনরায যোগেন্দ্রনাথেব নিকট গিযা উপবিষ্টা হইলেন। তিনি স্বর্ণকে কোলে কবিলেন এবং বাবম্বাব তাহাব মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্বর্ণকুমাবীব হস্ত ধারণ কবিযা যোগেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিযা কহিলেন, “ভাই তুমি আজ বাটী যাইবে বলিতেছিলে, সেই জন্যই বোধ হয, আমাব স্বর্ণ কাঁদিতেছে। তোমাকে আব এক দিন আমাদেব সহিত অব-স্থিতি কবিতে হইবে, আজ আমরা তোমায় ছাড়িযা দিব না।”

যোগেন্দ্রনাথ। ভগিনী! আমি অদ্যই বিদায় লইব, আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আবার স্থানান্তরে যাইতে হইবে; যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তবে পুনরায় আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং সাধ্যানুসারে আপনাদিগেব উপকাব কবিতে চেষ্টা করিব। যদ্যপি অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তবে আর আপনাদের সহিত দেখা হইবে না এই শেষ দেখা এবং এই বিদায়ই চির বিদায়।

এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

নীরদা। ভাই! তোমাব মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে দেখিতেছি, যাও, আমি বারণ করিব না, কিন্তু দেখ, আমরা কারাবাসিনী—আমাদিগকে বিস্মৃত হইও না। তুমি আমার স্বর্ণের বিষয় জান না, আমার স্বর্ণ জনমদুঃখিনী, পুনর্ব্বার দেখা হইলে সমুদায় বলিব। ভাই! অদ্য তুমি গমন কর, ঈশ্বর তোমার,—

আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, নিস্তব্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্রনাথ তাহার নিকট বিদায় লইয়া বহির্গত হইলেন এবং সজলনয়নে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি একবার মনে করিলেন যে, স্বর্ণকুমারীর সহিত একবার দেখা করিয়া দু একটা কথা কহিয়া আসি। কিন্তু তিনি আবার কি মনে ভাবিলেন, ভাবিয়া চলিতে লাগিলেন। স্বর্ণকুমারী—যোগেন্দ্রনাথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, ক্রমে যোগেন্দ্রনাথ অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্ণকুমারী এখনও চাহিয়া আছেন। তিনি মনে করিলেন; এখনও দেখিতে পাইব, চাহিলেন;—আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি হতাশ্বাস হইলেন।

নীরদা কেবল অশ্রুবিন্দু মোচন করিতেছেন এবং কি ভাবিতেছেন। যাহাকে দেখিয়া অবধি সকল দুঃখ বিস্মৃতা হইয়াছেন, সকল চিন্তা দূর করিয়াছেন, যাঁহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন,—এমন কি, দেখিয়া অবধি যাঁহাকে সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিয়াছেন,—তিনিই পথিক। পথিক কে? পথিককে দেখিয়া কি জন্য তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন এবং ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাহার শরীরে সুখ নাই, মনেও সুখ নাই, তিনি এক মনে পথিকের বিষয়ই আন্দোলন করিতেছেন। পথিককে দেখিয়া তিনি মনের আহ্লাদে সকলই বিস্মৃতা হইয়াছিলেন,—এমন কি তিনি পথিককে তাহার পরিচয় পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করেন নাই।

এইরূপে নীরদা যোগেন্দ্রনাথের বিষয় ভাবিতেছেন, সহসা তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্ণকুমারীকে তিনি সান্ত্বনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কে সান্ত্বনা করিবে? তাঁহার সকল কথাই মনে হইতে লাগিল, কারাগারে বাস,—করে কি হইবে? পলাইয়া যাইবেন?—যাইতেও পারেন, কারণ তাহার কোন স্থানে যাইবার নিষেধ নাই। কিন্তু কোথায় যাইবেন? কোন স্থানই তাহার পরিচিত নহে। তাহাতে আবার স্ত্রীলোক,—কারাবাসে যে আশঙ্কা, পথিমধ্যেও সেই আশঙ্কা। আবার স্বর্ণকুমারীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন, কোথায়ই বা লইয়া যাইবেন? আত্মহত্যা করিবেন? স্বর্ণকুমারীর দশা তাহা হইলে কি হইবে? স্বর্ণকুমারীকে তিনি সহোদরা ভগিনী অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ও স্নেহ করেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিসে স্বর্ণকুমারী সুখে থাকিতে পারে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নীরদা স্বর্ণকুমারীর কাছে গেলেন, নীরদার রোদনে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু কি করিবে, কাঁদিয়া কি হইবে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সাহসভরে স্বর্ণকুমারীর মুখের দিকে চাহিলেন,—তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল,—তিনি দেখিলেন, স্বর্ণকুমারী অস্ফুটস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন।

স্বর্ণকুমারী সঙ্গীত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বহিতেছে, তাহার আজ জ্ঞান নাই, সম্মুখে তাহার সেই সহবাসিনী দণ্ডায়মান,—তিনি তাহা অনুভব করিতেও পারিলেন না। নীরদার চক্ষে জল আসিল, তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে আর না থাকিতে পারিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলেন, "স্বর্ণ!"

কোন উত্তর পাইলেন না, আবার ডাকিলেন, "স্বর্ণকুমারী!"

আবার উত্তর পাইলেন না। নীরদা বিষণ্ণা হইলেন, তাহার মুখে বাক্য নাই, স্বর্ণকুমারী তাহার প্রাণসমা,—স্বর্ণকুমারীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এক মনে কি ভাবিতেছেন, সহসা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল, "কোথা যাও? পলায়ন করিও না, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে, কণ্ঠহার ছিন্ন ভিন্ন করিলে—নিষ্ঠুর পথিক!—"

"পথিক" এই কথা শুনিয়া স্বর্ণ চমকিয়া উঠিলেন, নয়ন উন্মীলন করিলেন;—দেখিলেন কেহই নাই, কেবল তাঁহার পার্শ্বে তাহার সহচরী দণ্ডায়মান আছেন। তিনি একটু লজ্জিতা হইলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, আবার জল আসিল, আবার তিনি মুছিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু চক্ষের জল থামিল না।

নীরদা নিকটে যাইয়া স্বর্ণকুমারীকে কোলে করিলেন, বার-

যার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে ক্ষণেক তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। স্বর্ণকুমারীর অশ্রুবেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেন--কিন্তু কিছুতেই থামিল না। নীরদা অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু-জল মুছাইয়া দিলেন এবং করুণস্বরে কহিলেন,–"স্বর্ণ আর কাঁদিও না। তোমার অশ্রুজল দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

স্বর্ণকুমারী কিছুই উত্তর দিলেন না, নীরবেই রহিলেন। নীরদা পুনর্ব্বার কহিলেন, "আবার কাঁদিতেছ? কাঁদিয়া কি হইবে? পথিক কহিয়া গিয়াছেন, আবার আসিবেন।"

"আবার আসিবেন," এই কথা শুনিয়া স্বর্ণকুমারীর মন প্রফুল্ল হইল, তিনি আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি পথিকের নিমিত্ত কাঁদিতেছি।"

নীরদা। তবে কাহার জন্য কাঁদিতেছ? কাহার নিমিত্ত চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইয়াছে?

স্বর্ণকুমারী নীরবে রহিলেন, বোধ হইল, যেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

নীরদা কহিলেন, "স্বর্ণ! তুমি পথিকের নিমিত্ত ভাবিতেছ? তুমি বালিকা, তোমার সরল হৃদয়,—তুমি পরকে কেন অর্পণ করিলে?"

"পর" এ কথাটি স্বর্ণকুমারীর কর্ণকুহরে বজ্রনিনাদবৎ প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "পথিক পর নহেন, পথিক, প্রাণেশ্বর," স্বর্ণকুমারীর মুখ আরও প্রফুল্ল হইল, তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

নীরদা পুনর্ব্বার কহিলেন, "স্বর্ণ তুমি অন্যমনস্ক হইও না, তুমি এরূপ বয়সে এ ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমরা তোমার মত বয়সে প্রণয় কাহাকে বলে জানিতাম না,

যাহা হউক, যখন তুমি প্রণয়ের বশীভূত হইয়াছ, তখন আর ভাবিও না, পথিক আবার আসিবেন।”

স্বর্ণকুমারী। আমি আর কাঁদিব না।

নীরদা। “আর কাঁদিও না,—কাঁদিলে কি হইবে বল, কেবল দিন দিন শরীর জীর্ণ হইবে। নির্জ্জনে আর কেন, তবে চল।”

এই বলিয়া নীরদা স্বর্ণকুমারীকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র নাথ, নীরদার নিকট হইতে বহির্গত হইয়া দেবগ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দেবগ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও যদ্যপি তাঁহার পিতার কোন অনুসন্ধান না পান, তাহা হইলে তিনি নিজ দেশাভিমুখে গমন করিবেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মনে করিতেছেন এবং চিন্তা করিতেছেন, “যদ্যপি দেবগ্রামে পিতার অনুসন্ধান না পাই, তাহা হইলে যেন দেশে ফিরিয়া যাইলাম; কিন্তু আমার স্বর্ণকুমারীর দশা কি হইবে? তাহা হইলে ত আমি আর আমার স্বর্ণকে দেখিতে পাইব না।”

আবার ভাবিতেছেন, “না হয় দেশে যাইবার সময় জয়দেবপুর হইয়া স্বর্ণ এবং নীরদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। এইরূপ

চিন্তা করিতে করিতে একমনে চলিতেছেন। কতদূর যে আসিয়াছেন বা কতবেলা হইয়াছে,—তাহার কিছুই ঠিক নাই। তিনি ক্ষণ পরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে, তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, "এখন যাই কোথায়? কোথায়ই বা আহার করি। এখানে ত কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা। দেবগ্রামই বা এখান হইতে কত দূর তাহারও কোন ঠিক পাইতেছি না, পথে এমন কোন লোক নাই যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কিম্বা এমন কোন ব্যক্তির বাটী দেখিতে পাইতে পাইতেছি না যে, সেখানে যাইয়া অদ্যকার মত অতিথি হই।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আরও কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়া তিনি একটী বাটী দেখিতে পাইলেন এবং ঐ বাটীর নিকট যাইয়া কতকগুলি লোককে বাহিরে আসিতে দেখিলেন। তাহাদিগকে প্রথমে দেখিয়াই তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রথমে ডাকাত মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহার নিকট আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কোথায় যাইবেন?"

যোগেন্দ্রনাথ কেবল সেই ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি পুনরায় যোগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! উত্তর দিতেছেন না যে? আপনার কোন ভয় নাই, আপনি আমাকে নির্ভয়ে বলুন আপনি কোথায় যাইবেন?"

তখন যোগেন্দ্রনাথ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন, "মহাশয় আমি দেবগ্রামে যাইব, এখান হইতে দেবগ্রাম কত দূর?"

আগন্তুক ব্যক্তি কহিলেন,

দেবগ্রামে যাইতে আর একদিন লাগিবে। কল্য প্রাতঃকালে এখান হইতে গমন করিলে ঠিক সন্ধ্যার সময় দেবগ্রামে পৌছান যায়। আচ্ছা মহাশয় আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কখনইবা বহির্গত হইয়াছেন? আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি কিছু আহার করেন নাই?"

যোগেন্দ্রনাথ। হাঁ মহাশয় আপনার অনুমান ঠিক, আমি সমস্ত দিন কিছুই আহার করি নাই। আমি জয়দেব পুর হইতে আসিতেছি। এখানে আহার করিবার কোন স্থান আছে কি?

আগন্তুক। কেন এই আপনার সম্মুখেই সরাই, এই আমরা ঐখান হইতে আহার করিয়া আসিতেছি। আপনি স্বচ্ছন্দে তথায় আহার করিতে পারেন।

যোগেন্দ্রনাথ মনে মনে আশ্বস্ত হইয়া কহিতে লাগিল; "আঃ বিধাতা বুঝি এতক্ষণের পর সদয় হইলেন। যাহা হউক, এখন যদি আহার করিতে পাই,—তবে বাঁচি। এমন দিন যে হবে, তাহা একবারও মনে করি নাই। মহাশয় আপনি আমাকে যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সরাইয়ে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি বাধিত হই।"

আগন্তুক। আচ্ছা তাহাতে ক্ষতি কি. আপনি আমার সহিত আসুন; আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

যোগেন্দ্রনাথ সেই আগন্তুক ব্যক্তির সহিত যাইতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎদূর যাইয়া তিনি সেই আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনার নামটী শুনিতে পাই কি?"

আগন্তুক। অবশ্য, কেন শুনিতে পাইবেন না। আমার নাম, যদুনাথ।

যোগেন্দ্রনাথ। আপনার নিবাস?

যদুনাথ। আপাততঃ এইখানে,—এই সরাইয়ের অনতিদূরে।

ঐরূপ কথোপকথন করিতে করিতে যদুনাথ সম্মুখস্থিত বাটীর দরজায় যাইয়া, "হরিঠাকুর হরিঠাকুর", বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বাটীর মধ্য হইতে একজন উত্তর দিলেন, "কেহে যদুনাথ নাকি? আবার কি খবর।"

যদুনাথ। খবর ভাল, তুমি বাহিরে এস।

বাটীর ভিতর হইতে এক ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিয়া যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া যদুনাথকে কহিলেন, "ইনি কে?"

যদুনাথ। ইনি যিনিই হউন, বলি এখন আহারের জোগাড় আছেত, যদি থাকে তবে শীঘ্র ইঁহাকে দাও।

হরিঠাকুর। আহারের জোগাড় আছে, তবে—

এই পর্যন্ত বলিয়া হরিঠাকুর কেবল যোগেন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি ইনি রাত্রিটা আমার এখানে থাকেন, তবে কিছু দাও মারা যাবে।"

যদুনাথ। আবার তবে কি? দেখ্‌চ ভদ্রলোক,—বিশেষ বৈদেশিক,—কোথাও স্থান না পাইয়াই তোমার এখানে আসিয়াছেন, তখন আর ভাবনা কি?

এই বলিয়া যদুনাথ হরিঠাকুরের দিকে চাহিয়া একটু চোক টিপিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ হরিঠাকুরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা সত্য; আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমি রাত্রিটা এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি। কারণ রাত্রিতে আমি কোথায় যাইব? বিশেষ আমার নিকট কতকগুলি টাকা আছে; সে গুলি লইয়া আমি

বিদেশে একা যাইতে পারিব না, পথে কোন বিপদে পড়িতে পারি। আপনাকে আমায় রাত্রিটী এখানে থাকিতে দিতে হইবে।

হরি ঠাকুর মনে মনে কবিতে লাগিলেন, আমিইত তাই চাই, তবে কতকগুলি টাকা আছে, একবার জানিতে পারিলে হয়। তাহাহইলে সেই রূপ কাজ করি। অনন্তর প্রকাশ্যে কহিল "মহাশয রাত্রিতে আপনাকে স্থান দিবার আমার কোনই আপত্তি নাই,- কারণ আপনি ভদ্র সন্তান। তবে রাত্রে এখানে থাকিতে হইলে, কিছু অধিক টাকা দিতে হইবে।

যোগেন্দ্রনাথ। আচ্ছা তাহাই হইবে, কত দিতে হইবে আপনি বলুন, আমি তাহা অগ্রেই দিতেছি।

হরি ঠাকুর। না আপনাকে অগ্রে দিতে হইবে না। তবে কত দিতে হইবে, সেটা অগ্রে ঠিক করা দরকার, কারণ উহার জন্য পরে কোন গোল না হয়।

যোগেন্দ্র নাথ। সেই জন্যইত বলিতেছি যে, কত দিতে হইবে।

হরিঠাকুর। অধিক নয় দুই বেলা আহারের নিমিত্ত এক টাকা, থাকিবার ঘরের ভাড়া এক টাকা, আর রাত্রে থাকিবার নিমিত্ত আট টাকা, এই সর্ব্বস্তদ্ধ আপনাকে দশ টাকা দিতে হইবে।

যোগেন্দ্র নাথ। আচ্ছা আমি তাহাই দিব, এক্ষণে আমাকে একটু তৈল দেন, আমি স্নান করিয়া আসি তাহার পর আহার করিব।

হরিঠাকুর। ওরে নিদির মা। বাবুকে একটু তেল দে। মহাশয়। আপনার নাম কি?"

যোগেন্দ্রনাথ। আমার নাম যোগেন্দ্রনাথ।

হরিঠাকুর। যোগেন বাবু আপনি তবে এই ঘরে কাপড় রাখিয়া স্নান করিয়া আসুন, আমি আহারের চেষ্টা দেখিগে।”

এই বলিয়া হরিঠাকুর যোগেন্দ্রনাথকে সম্মুখের একটী ঘর দেখাইয়া দিয়া তিনি আহারাদির জোগাড় করিতে যাইলেন। এ দিকে নিধির মা তৈল আনিয়া যোগেন্দ্রনাথকে দিল। যোগেন্দ্র নাথ তৈল মাখিয়া সম্মুখস্থিত পুষ্করিণীতে স্নানাদি করিয়া বাটীতে আসিলেন। বাটীতে আসিয়া হরিঠাকুরকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, “ঠাকুর তবে আর আহারের বিলম্ব কি?”

হরিঠাকুর। না আর বিলম্ব নাই, আহার করিলেই হয়। আপনি আমার সহিত আসুন।

এই বলিয়া হরিঠাকুর যোগেন্দ্রনাথকে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া আহারাদি করাইলেন। যোগেন্দ্রনাথ আহার করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করিবার হুড়কাদি কিছুই নাই। তখন তাঁহার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল এবং পরে যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই সরাইয়ে আনিয়াছিল, সেই যদুনাথের কথাও তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

এক্ষণে পাঠক মহাশয়কে যদুনাথের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যদুনাথকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথের প্রথমে ডাকাত বলিয়া যাহা মনে হইয়াছিল,—তাহা ঠিক। যদুনাথ একজন ডাকাতের সর্দ্দার। যে লোকগুলি যদুনাথের সহিত ছিল, সে গুলি সমুদয় যদুনাথের অনুচর। যদুনাথ প্রত্যহ বেলা দুইটার সময় ঐ সরাইয়ে দলবল সহিত আহার করিতে যান, হরিঠাকুরের নিকট খবর লন,—কেহ আসিয়াছে কিনা, রাত্রে তথায় কেহ থাকিবে কি না। যদুনাথের সহিত হরিঠাকুরের বন্দোবস্ত আছে; সেই জন্য হরিঠাকুরের বাটীর কোন ঘরেরই

দরজা বন্ধ করা যায় না। কারণ দরজা বন্ধ করিলে যদুনাথকে কোন কষ্ট করিতে হয়, এই হেতু হরিঠাকুর তাহার সমুদয় ঘরের দরজা বন্ধ করিবার কিছু রাখেন নাই।

এক্ষণে যোগেন্দ্রনাথকে পাইয়া যদুনাথের আনন্দের আর সীমা নাই,—মনে করিতেছে অদ্যকার দিন সার্থক। কিন্তু এদিকে হরিঠাকুর ভাবিতেছেন যে, যোগেন্দ্রনাথের নিকট যে টাকা আছে, তাহা তিনি আপনার নিকট লইয়া রাখেন,—পরে না দিলেই হইবে। কারণ যদ্যপি টাকা যোগেন্দ্রনাথেরই নিকট থাকে, তবে যদুনাথ আসিয়া সমুদায়ই অপহরণ করিবে এবং যৎকিঞ্চিৎ তাহাকে দিবে। সুতরাং আপনার শিকার কেন পরকে দিব? এই মনে করিয়া হরিঠাকুর যে ঘরে যোগেন্দ্র নাথ শয়ন করিয়া আছেন, সেই ঘরে আসিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয় একটা কথা বলিব কি? আমার বলা উচিত কারণ যে কালে আপনি আমার আশ্রিত।"

এই কথা শুনিয়াই যোগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অনায়াসে, আপনি এইক্ষণেই বলুন।"

হরিঠাকুর। আপনার নিকট অধিক টাকা কড়ি আছে কি?

যোগেন্দ্রনাথ। কেন? আমার নিকট, অধিক টাকাই আছে।

হরিঠাকুর। আর কিছু নয়, আমার এখানে টাকা কড়ি লইয়া ত প্রায়ই কেহই আসেন না,—তবে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা রাত্রিতে টাকা আমার কাছে রাখেন এবং সকালে বাটী যাইবার সময় টাকা লইয়া বাটী যান। আপনার নিকট টাকা আছে, আপনি একটু সাবধান হইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবেন।

যোগেন্দ্রনাথ। কেন? এখানে কোন দস্যুর ভয় আছে না কি?

হরিঠাকুর। তাঁহা না হইলে আর বলিতেছি কি? একে দস্যুর ভয়, তাতে আবার আমার কোন ঘরেরই চড়কা নাই। আপনি ভদ্রসন্তান আপনার নিকট টাকা থাকিবার সম্ভব এবং আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন সেই নিমিত্ত এখানে আপনার রাত্রিযাপন। সে যাহাহউক এক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে, আপনি আসুন আহার করিবেন।"

এই বলিয়া হরিঠাকুর বাটীর মধ্যে যাইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ মনে মনে করিতে লাগিলেন, "তাইত কি করি, টাকা গুলি এখন কোথায় রাখি?" অবশেষে তিনি টাকা গুলি হরিঠাকুরের নিকট রাখাই উচিত বিবেচনা করিয়া, টাকার পুঁটুলিটী লইয়া বাটীর মধ্যে আহার করিতে যাইলেন। তথায় যাইয়া দেখেন, হরি বাবু বসিয়া আছেন এবং তাহার সম্মুখে নিধের মা আছে। তিনি প্রথম যাইয়াই বলিলেন, "ঠাকুর এই টাকার পুঁটুলিটী আপনি রাখুন, আমি কল্য যাইবার সময় আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি নিধের মার সম্মুখে হরিঠাকুরের নিকট টাকার পুঁটুলিটী দিয়া আহার করিতে যাইলেন এবং আহার সম্পন্ন করিয়া পুনরায় তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

হরিঠাকুর মনে করিতে লাগিলেন, "লোকটা টাকার পুঁটুলিটী দিলে বটে,—কিন্তু চুপি চুপি হইল না। নিধের মা জানিতে পারিয়াছে।" আবার ভাবিতেছেন "তা ঠিক নিধের মা জানিলে কি হইবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনিও শয়ন করিলেন, এ দিকে যোগেন্দ্রনাথও শয়ন করিয়া আছেন। আর তিনি ভাবিতেছেন "কি করিয়া কল্য এস্থান হইতে পলায়ন করিবেন।" আবার

ভাবিতেছেন "রাত্রিটা কোন প্রকারে কাটাইতে পারিলে হয়। রাত্রিতে আর না কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়।" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাহার নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ হইল এবং তাহাতে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইলে দেখিলেন, সেই পথের যদুনাথ আর তাঁহার সহিত এক জন একটী মশাল হস্তে করিয়া আসিয়া তাহার ঘরের ভিতর রহিয়াছে।

তিনি তাহাদের দেখিয়াই শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "কি যদু বাবু এত রাত্রে এখানে, কোন প্রযোজন আছে নাকি?"

তখন যদুনাথ আর সে যদুনাথ নয়, এখন তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, বলিতেছেন, "থাক্ আর ভদ্রতায় কাজ নাই, এখন কত টাকা আছে দে।"

যোগেন্দ্রনাথ,—স্তম্ভিত যোগেন্দ্রনাথের মুখে আর বাক্য নাই, তিনি কেবল যদুনাথের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কেন যদুবাবু আপনি এমন কথা বলেন কেন? আপনার টাকা চাই, তা ভাল করিয়া বলিলেই হয়,—আচ্ছা কত টাকা চাই আমি কল্য প্রাতঃকালে দিব। এখন ত আমার কাছে টাকা কড়ি কিছুই নাই। আমি সমস্ত হরিঠাকুরের নিকট রাখিয়াছি।"

যদুনাথ যখনই শুনিল যে, টাকা কড়ি হরি হরিঠাকুরের কাছে রাখিয়াছে, তখনই একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল এবং বলিল "মরিয়াছ হরির নিকট কেন দিতে গেলে, সেকি আর তোমায় কিছু দেবে? সে যাহাহউক আমাদের এখন কিছু দে, তা না হোলে দেখবি এখনই——"

যোগেন্দ্রনাথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন। আমি শপথ

করিতেছি, যদুবাবু আমার নিকট কিছুই নাই, সমস্তই হরিঠাকুরের নিকট।"

যদুনাথ আবার ঐ কথা? ভাল কথার কেহই নয়।

এই বলিয়া যদুনাথ যোগেন্দ্রনাথকে আচ্ছা করিয়া দড়ির দ্বারা বন্ধন করিল এবং বলিতে লাগিল "এখন বলিতেছি বল কোথায় টাকা আছে।"

তখন যোগেন্দ্রনাথ প্রাণ সংশয় দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার নিকট আর কিছুই নাই, কেবল এই অঙ্গুরীটি মাত্র আছে, আমি ইহা এখনই আপনাকে দিতেছি।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ নিজ অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীটী খুলিয়া যদুনাথের নিকট দিলেন এবং যদুনাথ তাহা লইয়া যোগেন্দ্রনাথকে সেইরূপ বন্ধন অবস্থাতেই তথায় লইয়া পলায়ন করিল।

যোগেন্দ্রনাথ বন্ধন নিমিত্ত অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি করেন, এমন কেহই নিকটে নাই যে, সে আসিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। এইরূপে সমুদয় রজনী অতিবাহিত হইলে পর, প্রাতঃকালে যোগেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে হরিঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হরিঠাকুর তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাকে ওরূপ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সে বিস্ময় হরিঠাকুরের আন্তরিক নহে, কারণ—যোগেন্দ্রনাথের এরূপ অবস্থা হইবে তা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন।

যোগেন্দ্রনাথ হরিঠাকুরকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "মহাশয় কল্য রাত্রিতে এমন নিদ্রা-যাইতেছিলেন যে, আমাকে খুন করে তথাপি আপনার নিদ্রা ভাঙ্গে না। সে-যাহাহউক আমার বন্ধন খুলিয়া দিন, যথেষ্ট হইয়াছে।"

"মহাশয় আপনি বেশ লোক, ঘুমাইলে লোকে কি কিছু জানিতে পারে?" এই বলিয়া হরি ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ হরিঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয় সে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে;—ও সকল আমারই কপালের দোষ। সে যাহাহউক, এক্ষণে আপনি আপনার পাওনা টাকা লইয়া বাকী টাকা গুলি আমায় দিন, আমি এক্ষণেই এস্থান হইতে বহির্গত হইব,—কারণ এক্ষণে বহির্গত না হইলে সন্ধ্যার সময় দেবগ্রামে পৌছান যাইবেনা।"

এই কথা শুনিয়া হরিঠাকুর যেন আরও বিস্মিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "সে কি মহাশয়। আপনিই আমায় টাকা দিবেন, তা না হইয়া আমার নিকট টাকা চাহিতেছেন যে?"

যোগেন্দ্রনাথ। মহাশয়! এ পরিহাসের সময় নয়, আমি যে কি দুঃখে এখানে আসিয়াছি, তাহা আপনি জানেন না। নতুবা, জানিলে আপনি কখনই ওরূপ পরিহাস করিতেন না। টাকা গুলি দিন,—বেলা হইল।

হরিঠাকুর আরও অধিক বিস্ময়ের সহিত কহিতে লাগিলেন, "পরিহাস?—কে পরিহাস করিতেছে? আমি?"

যোগেন্দ্রনাথ তখন মনে মনে বুঝিলেন যে, হরিঠাকুরও এক জন কম নন এবং সুতরাং সত্যই হরিঠাকুর পরিহাস করিতেছেন না। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়। তবে কি আমি সত্যই আপনার নিকট কোন টাকা রাখি নাই?"

হরিঠাকুর। আজ্ঞা না।

যোগেন্দ্রনাথ এখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, নিতান্তই কপাল মন্দ,—নচেৎ। পত্নীর এত অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন সন্ধান পাইতেছি না, কেন? তা যাহা হইবার তা সমস্তই

প্রায় ঘটিয়াছে; যাহা কিছু বাকি আছে, তাহা বোধ হয় ঘটিবে বলিয়াই এখন ও এখানে বিলম্ব করিতেছি। অতএব আর বিলম্ব করিবার কোন প্রযোজন নাই,—এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থানই শ্রেয়ঃ। তিনি এই রূপ মনে মনে স্থির করিয়া হরিঠাকুরকে কহিতে লাগিলেন; "আচ্ছা মহাশয়! তবে আমি এখন আসি, আপনার নিকট বিদায় হইলাম।"

ইহা শুনিযা হরিঠাকুর কহিতে লাগিলেন, "আপনিত যাইবেনই,—এখন আমার টাকা কই? কত ফুরান হইযাছিল জানেন ত? না—আবার বলিতে হইবে।"

যোগেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিযা এক বারে স্তম্ভিত। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! সমুদয় টাকাগুলি লইয়া আবার টাকা চাহিতেছে। আমার নিকট ত কিছুই নাই,—এখন উপায়!

হরিঠাকুর। কি মহাশয়! নিস্তব্ধে রহিলেন যে? এখন আর কোন কথা নাই। আপনি বেশ ভদ্র সন্তান। আপনি তাই বুঝি আমার নিকট টাকা রাখিযাছেন, বলিতেছিলেন। তা যদ্যপি আপনার টাকাই নাই, তবে গোলযোগ করেন কেন? আমার নিকট বলিলেই হইত। সে যাহা হউক, আমার টাকা দিতে হইতেছে,—নতুবা আমি এখনই ইহার কোন উপায় করিতেছি।

যোগেন্দ্রনাথ দেখিলেন সমূহ বিপদ, তিনি অতিশয় কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয় আর আমায় কষ্ট দিবেন না, আমি বিলক্ষণ কষ্ট পাইযাছি, পাইতেছি এবং এখনও যে কত কষ্ট পাইতে হইবে,—তাহারও ঠিক নাই। অতএব আপনি আর বৃথা কেন আমায় কষ্ট দিবেন, এক্ষণে অনুগ্রহ করিযা আমায় বিদায় দিন,—আমি প্রস্থান করি।"

হরিঠাকুরের তখন মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ।—একেবারে এক রাত্রিতে বড় মানুষ। তিনি মনে করিতেছেন, "তবে আর কি বেটাকে দিই তাড়িয়ে।" আবার ভাবিতেছেন, "না আর একটু জব্দ করি।" এই ভাবিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "তবে মহাশয় আমার আর কোন অপরাধ নাই। যদুনাথকে ডাকিতে হইল।"

যোগেন্দ্রনাথ যদুনাথের কথা শুনিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হরিঠাকুরের পদ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "তাহাকে ডাকিতে হইবে না। আমার নিকট যদ্যপি কিছু থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে দিতাম। আমার নিকট কিছুই নাই,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বিদায় দিন, নতুবা আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।"

ইহা শুনিয়া হরিঠাকুর আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তুমি তবে যাও, কিন্তু যদি কখন এস্থানে আইস, তবে আমার টাকা কয়টি দিও।"

যোগেন্দ্রনাথ। আজ্ঞা তাহা দিব।

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। তাহার নিকট কিছুই নাই। তিনি ভাবিতে ভাবিতে দেবগ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়! নীরদা ও স্বর্ণকুমারী যে, জয়দেবপুরের দস্যুরাজ বীরসিংহের কারাগারে বন্ধা আছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে দস্যুরাজের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রাজা বীরসিংহের ন্যায় নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত রাজা অতি বিরল। তাঁহাকে এক জন নরঘাতকী পিশাচ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—নরহত্যাই তাঁহার ধর্ম্ম,—পরের সর্ব্বনাশ করাই তাঁহার গৌরব। জয়দেবপুরস্থ যাবতীয় লোকই দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে,—রাজা বীরসিংহ তাহাদের মধ্যে প্রধান। দস্যুগণ পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং যখন কোন পথিককে দেখিতে পায়, তখন হয় তাহার প্রাণ সংহার করে, নয় তাহার দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কারাগার মধ্যে আবদ্ধ করে। শত শত পথিক এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া দস্যুরাজের কারাগারে অবস্থিতি করিতেছে; স্ত্রীলোক কেবল মাত্র দুইজন বন্দী আছে,—সে দুইজন নীরদা ও স্বর্ণকুমারী।

নীরদা ও স্বর্ণকুমারীর কোন স্থানে যাইবার নিষেধ ছিল না, তাহার কারণ এই যে, কোন স্থানই তাঁহাদের পরিচিত নহে। তাঁহারা পলাইতে পারিবেন না, এই কারণেই নিকটে প্রহরী নাই। কোন লোকই পরিচিত নহে, এই কারণে সকল লোকের নিকটে যাইতে পারেন।

দস্যুরাজ আপন গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট ও তাঁহার সম্মুখে একটী সুন্দরী রমণী বসিয়া আছেন। রাজা বীরসিংহের চক্ষু আরক্তিম বর্ণ,—তিনি মস্তক নত করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সুন্দরী করতলে মস্তক রাখিয়া গাঢ়চিন্তায় মগ্না। তাঁহার মন অসুস্থ, তাহার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মিল বলিয়া মন অসুস্থ। তিনি দস্যুরাজের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন; সহসা তিনি জলধি-নিনাদবৎ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তুমি বারবার আমার নিকটে আর ওসব কথা কহিও না।"

সুন্দরী। কাহার নিকট কহিব?

রাজা। কাহারও নিকট না। আমি তোমায় এ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেও নিষেধ করিতেছি।

সুন্দরী। আপনি না বুঝিয়া নিষেধ করিতেছেন।

রাজা। আমি না বুঝিয়া নিষেধ করিয়া থাকি, তাহা আমার ইচ্ছা।

সুন্দরী। নাথ! কি জন্য আপনার এরূপ অসদিচ্ছা হইল?

রাজা। কি জন্য হইল? তুমি বল দেখি, এত কারাবাসীর মধ্যে এই দুই জনেরই নিমিত্ত তুমি কি জন্য এত ব্যাকুলা হইয়াছ?

সুন্দরী। তাহার কারণ আছে। এই যে অসংখ্য কারাবাসী আছে, ইহারা অধিক দিনের নিমিত্ত নহে। একে একে সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। নাথ! কারাবাসীদিগের মুক্তি দিবার নিমিত্ত কি আপনাকে অনুরোধ করিতে ত্রুটি করিয়াছিলাম? কিন্তু আপনি ত দাসীর কোন অনুরোধই রক্ষা করেন নাই। আপনি আমার কথা শুনিলেন না বলিয়াই, আমি সে উদ্যোগ হইতে নিরস্ত হইয়াছি। এক্ষণে কেবল

একটী ভিক্ষা, এ অনুরোধ যদি না রাখেন,—তবে আপনার নিকটে আর কিছুই যাচ্ঞা করিব না।

রাজা। এই ভিক্ষা অপর দুই ব্যক্তির জন্য কর।

সুন্দরী। আপনার অপর দুই জনের নিমিত্ত করিব না। এই অসংখ্য কারাবাসীর মধ্যে আমি কোন দুই জনের উপকার করিব? আমি যাহাদেব উপকার করিতে সংকল্প করিয়াছি, তাহাদের যদি উপকার করিতে পার্বি, তাহা হইলে কেহই দুঃখিত হইবে না,—বরং সকলেই সুখী হইবে। যাহাদের দুর্দ্দশা দেখিযা সন্তপ্ত কারাবাসী-দিগেরও চক্ষে জল আসে, নাথ! আপনি তাহাদের উপকার করিতে কি জন্য বিরত হইতেছেন? তাহাদের মুক্তির জন্য আপনাকে কত দিন অনুরোধ করিলাম, আপনি তাহা শুনিলেন না। এক্ষণে যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা যদি না রাখেন, তবে আর এক ভিক্ষা,—আপনি অপর কারাবাসীদেব ন্যায় তাহাদিগকেও অদ্যাবধি অনাহারে রাখুন। আপনাব গৃহে দুই জন স্ত্রীহত্যা হউক তাহাও মঙ্গল, নির্দ্দোষী দুই জন রমণীর জীবন নষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মহারাজ! সাবধান দুই সাধ্বীস্ত্রীর—

দস্যুরাজ বীরসিংহ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতে লাগিল, তিনি ভর্ৎসনা করিযা কহিলেন, “আমি স্ত্রীর পরামর্শ শুনিতে ইচ্ছা করি না, আমার যাহা ইচ্ছা হয, তাহাই করিব। তুমি নিশ্চযই জানিও এরূপ প্রস্তাবে বিপদের সম্ভাবনা।”

সুন্দরী। বিপদ? আমার বিপদ?—রাজপুত্রী নিতম্বিনী ভীতা নহে। মহারাজ! এই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ড করুন। আমি জীবিত থাকিযা আপনার এরূপ কুৎসিত কার্য্য দেখিতে পারিব না। শ্রবণেও পাপ আছে।

রাজা। কি পাপিয়সী, কুৎসিত কাজ! স্থির হও। আমি তোর অনুরোধেই এত দিন শান্ত ছিলাম। আমি আর তোর অনুরোধ শুনিব না, আমি অধীর হইযাছি,—আমি, নীরদা ও স্বর্ণকুমারীকে অদ্যই এই প্রাসাদে আনাইব। ওরূপ রূপ-লাবণ্য আমি কখনই বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।

নিতম্বিনী। মহারাজ। স্থির হউন; একবার বিবেচনা করুন, আপনি প্রতিদিন কত কুকর্ম্ম করিতেছেন। আপনার দৌরাত্ম্যে কত অভাগা জননী পুত্র বিরহে দিবানিশি অশ্রু মোচন করিতেছে, নাথ। তাহা কি আপনি একবারও ভাবেন না? সেই সকল অশ্রুজল কি বৃথা যাইবে? আপনি কি নিমিত্ত আপনার সর্ব্বনাশ করিতে বসিযাছেন? পাপের পরাকাষ্ঠা হইযাছে,—এখনও কি শান্ত হন নাই? হতভাগিনী দুই রমণীর সর্ব্বনাশ না করিলে, কি তৃপ্ত হইবেন না? নীরদা ও স্বর্ণকুমারী উভয়েই পরম বিশুদ্ধ চরিত্রা, তাহাদের শাপে এই দস্যুনগরী নিশ্চযই রসাতলে যাইবে। নাথ। আপনাকে মিনতি করিতেছি, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।

এইরূপ কহিতে কহিতে নিতম্বিনী স্বামীর পদযুগল ধারণ করিলেন,—অশ্রুবারিতে তাঁহার চরণ প্লাবিত হইল। কিন্তু দস্যু-রাজের এতদূর পাষাণহৃদয যে, স্ত্রীর কাতোরক্তি তাঁহার হৃদয়ে আদৌ প্রবেশ করিল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং "রাক্ষসি। পিশাচি! তুই আমার অমঙ্গল প্রার্থনা করিতে-ছিস্" এই বলিযা স্ত্রীর মস্তকে সজোরে পদাঘাত করিযা তথা হইতে গমন করিলেন।

নিতম্বিনী অতীব সাধ্বী স্ত্রী ও পতিপরাযণা। তিনি তাঁহার নির্দ্দয় দস্যুরাজ স্বামীর পদাঘাতে একেবারে অজ্ঞান হইয়া-ছিলেন। তিনি সেরূপ অবস্থায় কতক্ষণ যে ছিলেন, তাহা

তাঁহার স্মরণ নাই; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া উঠিয়া দেখেন যে, রাত্রি হইয়াছে। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি করা উচিত, আর কি করিলেই বা সেই দুইজন হতভাগিনী কারাবাসিনীর জীবন রক্ষা হয়।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি অত্যন্ত অধৈর্য্য হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "যদ্যপি আমি ত্বরায় কোন প্রকার সদুপায় উদ্ভাবন না করি, তাহা হইলে এক্ষণে আমার স্বামী যাইয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন,—তাহা হইলে কি হইল? যাহাদের জন্য এত কষ্ট ভোগ করিলাম, যাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এত অনুনয় বিনয় করিয়াছি,—অবশেষে যদ্যপি তাহাদের সেই দুর্গতিই হইল,—তবে যে দারুণ পদাঘাত, তীব্র তিরস্কার সহ্য করিলাম, তাহা কিসের কারণ? আমি এখনি যাইয়া তাহাদের সতর্ক করিয়া আসি, আর বলিগে, তাহারা অবিলম্বে যেন এই দস্যুপুরী ত্যাগ করেন।"

এই স্থির করিয়া তিনি নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। স্বর্ণকুমারী এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপবিষ্টা। করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতেছেন,—তাঁহার সহচরী নীরদা এখন কোথায়?—তিনি তাহাই ভাবিতেছেন। এই

রূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার কি মনে হইল,—তিনি আর চিন্তা করিলেন না। তিনি নিশ্চয় করিলেন, নীরদা মধ্যে মধ্যে যে থানে গমন করিয়া থাকেন, সেই থানেই গমন করিয়াছেন; বাস্তবিক নীরদা সেই থানেই গমন করিয়াছেন। সে স্থান কারাগার,—পুরুষগণ যেখানে বন্দী থাকেন, সেই কারাগার। স্বর্ণকুমারী একাকিনী বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয়! যেখানে নীরদা গমন করিয়াছেন, চলুন আমরাও সেইখানে গমন করি।

এই যে কারাগার, এখানে কত শত ব্যক্তি বন্দী হইয়া রহিয়াছে। এক এক কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠে এক এক জন শৃঙ্খলে দৃঢ় রূপে কাষ্ঠের সহিত আবদ্ধ আছে, নিকটে কোন প্রহরী নাই। প্রতি প্রকোষ্ঠে এক একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, সকলের মুখ শুকাইয়া রহিয়াছে, জঠরানলে সকলেই জ্বলিতেছে। তাঁহারা কখনই আহার পায় না, অনাহারে যে যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার জীবন ততদিনই। প্রতিদিনই দস্যু কারাগারে কত লোকই প্রাণত্যাগ করিতেছে? আবার কত লোক আসিয়া সেই সকল স্থান পূরণ করিতেছে। পার্শ্বে এক প্রকোষ্ঠের নিকট নীরদা দাঁড়াইয়া আছেন। দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন?—আস্তে আস্তে শিশ দিতেছেন। একবার শিশ দিলেন,—এখনও এলো না। আবার শিশ দিলেন,—একটী লোককে দেখিতে পাইলেন। প্রথমে দেখিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন, পরে তিনি কহিলেন, "সিং জি?" আগন্তুক মস্তক অবনত করিল। "সিং জি এই দিকে আইস" বলিয়া নীরদা সেখান হইতে গমন করিলেন এবং সিং জিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নীরদা মন্দিরের ভিতর দিয়া এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। নীরদা

আস্তে আস্তে একবার স্বর্ণকুমারীকে ডাকিলেন; স্বর্ণকুমারী নীরদার স্বর বুঝিতে পারিয়া উত্তর দিলেন, "কেও নীরদদিদি!"

নীরদা। হাঁ এই দিকে আইস।

স্বর্ণকুমারী একটী প্রদীপ লইয়া আস্তে আস্তে সেই প্রকোষ্ঠে আসিলেন এবং সিংজিকে দেখিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন। নীরদা প্রদীপ দেখিয়া কহিলেন, "প্রদীপ নিবাইয়া দাও।"

স্বর্ণকুমারী তাহাই করিলেন। নীরদা কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

স্বর্ণকুমারী। কোথায় যাইব দিদি?

নীরদা। আমি যথায় যাইব।

সিংজি অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, নীরদা তাহার পশ্চাতে এবং স্বর্ণকুমারী সর্ব্ব পশ্চাতে আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। নীরদার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। স্বর্ণকুমারী কিছুই জানেন না,—তিনি অবাক হইয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন নীরদা সিংজিকে কহিলেন, 'সিংজি! আর প্রয়োজন নাই।"

সিংজি প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্ষণকাল উভয়েই নিস্তব্ধে গমন করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই, উভয়েরই মন ভাবে পরিপূর্ণ। নীরদা অন্যমনা,—তাহার মনোমধ্যে কত ভাবের উদয় হইতেছে, সহসা তাহার চক্ষে জল আসিল, তিনি অস্থির হইলেন,—আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরিস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি স্বর্ণকুমারীর কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বর্ণকুমারী ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন, "দিদি কাঁদিতেছ কেন?"

নীরদা নীরবে রহিলেন।

স্বর্ণকুমারী বালিকা, ভয়ে অস্থির, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরদা আপনার হস্ত মধ্যে স্বর্ণকুমারীর হস্ত বদ্ধ করিলেন এবং কহিলেন, "ভগিনী আমার তুল্য হতভাগিনী কেহই নাই। আমি কাঁদিব না ত কে কাঁদিবে? কাঁদিবার নিমিত্তই ঈশ্বর আমায় সৃজন করিয়াছেন। তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ? তোমাকে দেখিয়াই আমি অদ্যাবধি জীবন ধারণ করিয়া আছি, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

স্বর্ণকুমারী চুপ করিলেন, কিছু ভাবিলেন, আবার কহিলেন, "নীরদা দিদি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সমস্তই আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। এত রাত্রে আমাকে লইয়া কেন নির্জ্জন বনে আনিলে? যে লোক আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কে? আমরা কোথায় যাইতেছি?"

নীরদা। ভগিনি! কি নিমিত্ত তোমায় লইয়া এই বনমধ্যে আসিয়াছি, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই? তুমি কি অদ্যাবধি সেই নরাধম দস্যুরাজকে চিনিতে পার নাই?

স্বর্ণকুমারী। দিদি বীরসিংহের অতিশয় মন্দ স্বভাব তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহার কারাগারেইত আমরা এত দিন বাস করিলাম। কই, এত দিন ত আমাদের কোন বিপদ ঘটে নাই?

নীরদা। বিপদ ঘটে নাই সত্য, কিন্তু পদে পদে বিপদের আশঙ্কা ছিল।

স্বর্ণকুমারী। দস্যুরাজের স্ত্রী অতি সাধ্বী রমণী, সেই সাধ্বী রমণীর প্রযত্নেই আমরা এত দিন পরিত্রাণ পাইয়া ছিলাম। অদ্য আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, দস্যুরাজ অধীর

হইয়াছেন,—তাঁহাকে আর শান্ত রাখিতে পারি না তোমরা ত্বরায় আত্মরক্ষায় যত্নশীল হও;—নতুবা বিপদের আশঙ্কা। ভগিনী এই ঘোর বিপদে পড়িয়াই আমি তোমাকে লইয়া পলায়ন করিতেছি।

স্বর্ণকুমারী। এতক্ষণে বুঝিয়াছি, অদ্য আমরা এক মহৎ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। দিদি আমাদের সঙ্গে যে এক সৈনিক পুরুষ আসিয়াছিল সে কে?

নীরদা। "সৈনিক পুরুষ কে? যখন আমি শ্বশুরালয়ে ছিলাম, আমাদিগের গ্রামের প্রান্তভাগে এক যুবা পুরুষ এক দিন দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিল; দস্যুরা তাহাকে আহত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আমার প্রাণনাথ তাহাকে বাটীতে আনয়ন করিয়া, তাহার চিকিৎসা করান, তাহাতে সে জীবিত হয়। পরে সে আমাদের বাটীতে অনেক দিন ছিল ও আমাদিগকে উত্তমরূপ চিনিয়াছিল। যখন কারারুদ্ধা হইলাম, তখন দেখিলাম যে, সেই যুবা বীরসিংহের প্রধান কারাধ্যক্ষ। আজ আমাদের সহিত যে সৈনিক পুরুষ আসিয়াছিল, সেই কারাধ্যক্ষ;—তাহারই নাম সিংজি। পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া আমাকে মাতৃজ্ঞান করিত ও যখন যাহা বলিতাম, তাহাই শুনিত। তাহারই কল্যাণে আমরা আজ মুক্তি পাইয়াছি।

স্বর্ণকুমারী। দিদি! মুক্তির ত এখনও নিশ্চয় নাই। যদি বীরসিংহ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অক্লেশে ধৃত করিবে।

নীরদা। ভগিনী নিশ্চিন্ত হও, আর সন্দিহান হইবার আবশ্যক নাই। সৈন্যগণ সকলেই সিংজীর বশীভূত, —তাহারা অবশ্যই সিংজীর আজ্ঞামতে কার্য্য করিবে। বীরসিংহ যখন তাহাদিগকে আমাদের অনুসন্ধানার্থ পাঠাইবেন,

তখন তাহারা কখনও এ দিকে আসিবে না;—অন্য দিকে ধাবমান হইবে।

স্বর্ণকুমারীর বদন প্রফুল্ল হইল, অধরে মধুর হাসি আসিল, নীরদার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইয়া তিনি আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহাবা সেই অরণ্য অতিক্রম করিয়া এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত। আকাশ অন্ধকারময়। পথশ্রমে দুই জনই শ্রান্ত। নিদ্রাদেবী আসিযা চক্ষুকে অধিকার করিয়াছে। পা আর চলে না। এক বটবৃক্ষমূলে উভয়ে উপবেশন করিলেন এবং মৃদু মৃদু বায়ুর হিল্লোলে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইযাছে, সূর্য্যদেব গগণে উদয় হইয়াছেন; পক্ষিগণ আহার অন্বেষণে সকলেই নিজ নিজ কুলায় হইতে বহির্গত হইতেছে। পৃথিবী জনরবে পরিপূর্ণা। পাঠক! নীরদা ও স্বর্ণকুমারীকে কি দেখিয়াছেন? তাঁহাবা কি এখনও তরুমূলে নিদ্রিত? না তাঁহাবা গাত্রোত্থান কবিযাছেন এবং সেই গ্রাম মধ্য দিযা গমন করিতেছেন।

নীরদার সুখ রবি অনেক দিন অস্তমিত হইযাছে। তিনি এক্ষণে দুঃখিনী ও অনাথিনী,—এমন দিনই নাই যে দিন তাঁহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু বারি নির্গত না হয। অদ্যও তাঁহার চক্ষু হইতে অনর্গল বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে এবং তিনি বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিতেছেন। পথিমধ্যে সহসা ফিরিযা চাহিলেন, নিরীক্ষণ করিয়া কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন;—মুখ প্রফুল্ল হইল, বদনে হাসি আসিল। কি দেখিযা তাঁহার লোচন প্রফুল্ল হইল? বদনে হাসি আসিল?—বুঝিযাছি, স্বর্ণকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। স্বর্ণকুমারী কি করিতেছেন? স্বর্ণের বদন প্রফুল্ল,

চক্ষু হাসি হাসি, স্বর্ণ কিছু দূরে দূরে আসিতেছেন, আর অপরিস্ফুট স্বরে গীত গাহিতেছেন।

নীরদা আর থাকিতে পারিলেন না, স্বর্ণকুমারীর নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ! এ কি, তুমি বালিকা, এখনই এত অনুরাগে বশীভূতা হইলে? হায়! প্রণয়ের এত প্রভাব; ভগিনী! তুমি যে উন্মাদিনী হইতেছ, শান্ত হও; আমাকে আর দুঃখ দিও না, তোমাকে দেখিয়া আমি জ্ঞান হারাইযাছি।"

স্বর্ণকুমারীর মন আকর্ষিত হইল, ঈষৎ লজ্জিত হইযা কহিলেন, "না না আমি কি করিতেছিলাম? আমি ত কিছু করি নাই।"

নীরদা। তুমি যে কি করিতেছিলে তাহার আর কথায় কাজ নাই। ভগিনী শান্ত হও, ঐ যে দেখিতেছ সম্মুখে এক দীর্ঘিকা, উহার পার্শ্বে দুইটী কুটির আছে, আমাদিগকে ঐ স্থলে যাইতে হইবে, স্থির হও ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

স্বর্ণকুমারী সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক অপরূপ দীর্ঘিকা। প্রস্ফুটিত কমলে দীর্ঘিকাটী শোভিত। জলচর পক্ষী সকল তথায় আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের কলরবে সরোবর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দীর্ঘিকার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী অবতরণ স্থান। চন্দন শোভিত পুষ্প সকল তাহার চতুর্দ্দিকে ভাসিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় কোন তপোধন এই মাত্র এই স্থানে আসিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘিকাটীর নাম যোগ-সরোবর। এই নিমিত্ত পার্শ্বস্থ উপবনটীও যোগ-সরোবর নামে খ্যাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•:::•—

পাঠক! যোগ-সরোবর অতি ভয়ানক স্থান, এখানে মনুষ্যের সাক্ষাৎ অতি দুর্লভ, মনুষ্যের আবাস স্থান কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। কেবল মাত্র দীর্ঘিকার উত্তর দিকে দুইটী পর্ণ-শালা অবস্থিতি করিতেছে। কুটীরের সম্মুখে ঈষৎ বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি, তাহাতে শীতল শিলাখণ্ড বিস্তৃত। নীরদা ও স্বর্ণকুমারী সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শিলাখণ্ডে এক মহাপুরুষ জপে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার জটাভার ধূলি স্পর্শ করিতেছে এবং শ্বেত শ্মশ্রু বক্ষঃ-স্থল আবৃত করিয়াছে। গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ও হস্তে জপ-মালা। নীরদা ও স্বর্ণকুমারী প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহা-পুরুষের সম্মুখে প্রণত হইলেন। স্বর্ণকুমারীর অঙ্গ ভয়ে শিহ-রিয়া উঠিল, মন ভক্তিভরে আর্দ্র হইল। এরূপ মহা পুরুষ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন;—যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও ভীতা হইলেন। দেখিলেন, এক অপ-রূপ সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী এক শিলাখণ্ডের উপর জপে নিমগ্ন, সম্মুখে নীরদা ও স্বর্ণকুমারী দাঁড়াইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন সম্মুখে দুইটী স্ত্রীলোক; কিছু বিস্মিত হইলেন এবং দাঁড়াইয়া কহিলেন. "বৎসে! নীরদা আজ এমন অসময়ে এখানে কেন?"

নীরদা। পিতঃ! আমরা জয়দেবপুর হইতে পলায়ন করিয়াছি, পাপিষ্ঠ দস্যুরাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আমরা আপনার স্মরণ লইতে আসিয়াছি।

সন্ন্যাসী। বৎসে! আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। যাহা হউক, তোমরা যে দস্যুনগরী পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ওরূপ পাপাত্মার নিকট পদে পদে বিপদের আশঙ্কা।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। নীরদা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিল, কিছুই বলিলেন না। মৌনভাবেই রহিলেন।

সন্ন্যাসী নীরদার এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছ।"

নীরদা। পিতঃ! অদ্যাবধি আমার সে দুরাশা যায় নাই, আপনি কি আমার তাঁহার কোন সংবাদ পান নাই, তবে কি তিনি জীবিত নাই?

সন্ন্যাসী। না, তাহার কোন সন্ধানই পাই নাই। আমি তাহার সন্ধান পাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সকল চেষ্টাই বৃথা হইতেছে। আমি পুনরায় আমার প্রিয় শিষ্যকে পাঠাইয়াছি।

নীরদা। প্রভো! তবে বোধ হয়, এ জনমের মত আমার সুখের দশা ফুরাইয়াছে। আর আমার জীবনে ফল কি? আমার স্বামী যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আর আমার জীবন ধারণ বৃথা। কেবল পুনরায় তাঁহাকে পাব বলেই আমি এত কষ্ট স্বীকার ক'রে জীবন ধারণ ক'রে আছি, নতুবা যে দিবস আমাদের উভয়কে দস্যোরা ধরিয়া আনে এবং তাহার

পর যে দিবস আমি আমার প্রাণনাথকে কারাগারে দেখিতে পাই নাই, সেই দিবসই আমি প্রাণত্যাগ করিতাম; কেবল আপনি তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সন্ধান শীঘ্রই আনিবেন, এই আশায় জীবিতা আছি। আমার আজ সে আশা ত ফুরাইল, তবে পিতঃ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনার সম্মুখেই আত্ম বিসর্জ্জন করি। আমার স্বর্ণ, স্বর্ণকুমারীকে আপনি দেখিবেন আমি উহার জন্যই——

আর বাক্য নিঃসৃত হইল না, চক্ষে অঞ্চল দিয়া নীরদা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎসে! অস্থির হইও না, অস্থির হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এক্ষণে তাঁহার অনুসন্ধান কর; বিধাতা যদি সুপ্রসন্ন হন, তবে তাহার সহিত আবার তোমার পুনর্ম্মিলন হইবে। আর স্বর্ণকুমারী মাতৃহীনা, তুমি যদি প্রাণ ত্যাগ কর, তাহা হইলে স্বর্ণও তাহাই করিবে। স্বর্ণকুমারী তোমা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহাকেও জানে না, তুমিই উহাকে লালন পালন করিয়াছ। অতএব বৎসে! আমার পরামর্শ লও, শরীরের প্রতি যত্ন কর ও যাহাতে তোমার স্বামীর অনুসন্ধান হয়, তদ্বিষয়ে আমি চেষ্টা করিতেছি,—আরও বিশেষ চেষ্টা করিব তুমিও তাহাই কর।"

সন্ন্যাসীর আশ্বাস-বাক্যে নীরদা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন ও কিছু শান্তি লাভ করিলেন। একখণ্ড শিলাতলের এক পার্শ্বে তিনি স্বর্ণকুমারীর সহিত উপবিষ্টা হইলেন। সন্ন্যাসীও পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিলেন।

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে সন্ন্যাসীর বিষয় কিছু জানিতে আপনার কৌতূহল হইতে পারে। ইনি অতি তেজস্বী; যোগসরোবরে ইনি বহুকালাবধি বাস করিতেছেন। তপস্যাই ইহার

নিত্যব্রত। চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত লোকই প্রায় এই সন্ন্যাসীর বিষয় অবগত আছেন। ইনি কখন কখন পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলে ভ্রমণ করিতে যান। যখন যে স্থানে উপনীত হন, তখন সেই স্থানেই বিশেষ সমাদরে পূজিত হন। ইনি একবার জয়দেবপুরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে দস্যুরাজ বীরসিংহের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। বীরসিংহ তেজস্বী সংন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক, অতি সমাদরে তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া যান। সেই দিন দস্যুরাজের সহিত সন্ন্যাসীর প্রথম আলাপ। সেই দিন অবধি সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে জয়দেবপুরে যাতায়াত করেন।

একবার সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে ভ্রমণ করিতে করিতে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে অতি মলিন অবস্থায় দেখিয়া সন্ন্যাসীর মনে মনে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক দুইটী একটী অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল, সন্ন্যাসীও তদভিমুখে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে প্রহরী ছিল, কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কিছু বলিতে পারিল না,—তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোক দুইটী একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তিনি কারাগারে আসিয়াছেন ও স্ত্রীলোক দুইটী কারাবাসিনী। পাঠক! স্ত্রীলোক দুইটীকে চিনিতে পারিয়াছেন? তাহারা নীরদা ও স্বর্ণকুমারী।

সন্ন্যাসী কারাগারে উপনীত হইলে নীরদা পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার নিকটে আসিলেন। সন্ন্যাসী তাহাদিগের মুখে তাহাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তাহাদের উপর সন্ন্যাসীর একটু স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিল। তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই দিন তিনি আপন

তপোবনে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু সেই দিন অবধি মধ্যে মধ্যে কারাগারে আসিয়া তিনি নীরদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নীরদাও সিংজীর সহিত এক এক দিন তপোবনে গমন করিতেন, আবার তাহারই সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তিনি সন্ন্যাসীকে এত ভক্তি করিতেন যে, কোন কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না। তিনি সিংজীকে মধ্যে মধ্যে তপোবনে পাঠাইতেন এবং তপোবনের সংবাদ লইতেন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। যাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন, তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।

তিনি এক্ষণে কোথায়? তাঁহার এখনও তপঃ সমাপ্ত হয় নাই, তিনি এখনও জপে নিমগ্ন। আর নীরদা ও স্বর্ণকুমারী? নীরদা ঐ শিলাতলে বসিয়া আছেন,—কি ভাবিতেছেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী এখানে নাই। তবে স্বর্ণকুমারী কোথায় গেলেন? পাঠক! চলুন, যেখানে স্বর্ণকুমারী আছেন সেইখানে যাই।

ঐ যে স্বর্ণকুমারী প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ উপবনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? ও কি? স্বর্ণকুমারী যে পুষ্প চয়ন করিতেছেন, পুষ্প লইয়া কি করিবেন? তিনিই জানেন কি করিবেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল ও অধরে মধুর হাসি, দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন সুসংবাদ পাইয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর মন অত্যন্ত পুলকিত, কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছি এক্ষণে শীঘ্রই প্রাণনাথের সহিত মিলন হইবে এই ভাবিয়াই তাঁহার মন পুলকিত। তিনি তন্ময় চিত্ত হইয়াছেন। পুষ্প চয়ন করিয়া এক শিলাতলে উপবেশন করিলেন এবং মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। এক ছড়া, দুই ছড়া, তিন ছড়া করিয়া অনেক ছড়া মালা গাঁথা হইল। তিনি এক্ষণে বেশ বিন্যাস করিতে লাগি-

লেন। এক এক করিয়া সেই মালা গুলি পরিলেন, সরোবরের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, সরোবরে আপন প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, মুহুর্ত্তের মধ্যে চক্ষে জ্যোতিঃ আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ শুকাইয়া গেল। চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিল, মালাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন, অপরিস্ফুটস্বরে কহিলেন, "কই প্রাণনাথ এখানে নাই, তবে কাহার নিমিত্ত বেশ বিন্যাস করিতেছিলাম? কি লজ্জার বিষয়! আমি কি উন্মাদিনী হইলাম? যদি সন্ন্যাসী কি দিদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি মনে করিবেন? কন্দর্প তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার অস্ত্র শিক্ষা।"

স্বর্ণকুমারী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন, পরে প্রাঙ্গণাভিমুখে গমন করিলেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নীরদা পুত্তলিকার ন্যায় হস্তে মস্তক দিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। তিনি জ্ঞানশূন্য, চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। স্বর্ণকুমারী তাঁহার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। স্বর্ণকুমারী অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, তখন নীরদা সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি কি কাঁদিতেছিলাম?"

স্বর্ণকুমারী বালিকা, নিস্তব্ধ ভাবে কেবল নীরদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে নীরদাকে কিছু সুস্থ দেখিয়া কহিলেন, "দিদি! এ ত তপোবন, এখানে আমাদের থাকা হইবে না। তবে আমরা কোথায় যাইব?

নীরদা। যেখানে ইচ্ছা। পৃথিবীতে আমাদের কোথাও আশ্রয় স্থান নাই,—সকল স্থানই আমাদের সমান। তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

স্বর্ণকুমারী। আমার মতে দেবগ্রামে গমন করাই কর্ত্তব্য। সেখানে পথিকের সাক্ষাৎ পাইলে আমাদের কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা। পথিক কহিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার উদ্দেশে সেই স্থানে গমন করিবেন।

নীরদা। ভগিনি! আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি। কল্যই দেবগ্রামাভিমুখে গমন করিব। পথিকই এখন আমাদের এক মাত্র বন্ধু। তাহার সাক্ষাৎ পাইলে আমরা আশ্রয় পাইব; আমাদের দেশের ও আমার প্রাণনাথের তিনিই অনুসন্ধান করিয়া দিবেন।

স্বর্ণকুমারীর মুখ প্রফুল্ল হইল, নীরদার কথা কয়টী তাহার মনের মত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে উজিরপুর নামে একটী নগরী আছে, ঐ নগরীর প্রান্তে যে একটী উচ্চ অট্টালিকা দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, যাহার তিন পার্শ্বে পুষ্পবন, সম্মুখে স্রোতস্বতী গঙ্গা, ঐ অট্টালিকাটী উজ্জিরপুরের মহারাজা বিজয়সিংহের। বিজয়সিংহ অতি বীর পুরুষ, তাঁহার শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রশংসনীয়।

একদা রাজা বিজয়সিংহ বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। গন্ধবাহী সমীরণ আসিয়া তাহার সেবা করি-

তেছে। সম্মুখে প্রবাহিনী বেলা অবসানে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে রাজা তাহাই অনিমিষলোচনে দেখিতেছেন। কতক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী ভাসিয়া আসিতেছে। রাজা কৌতূহল পরবশ হইয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তরণী খানি ক্রমে ক্রমে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতর হইতে একটী লোক বাহির হইয়া আসিলেন এবং কহিলেন, "মাঝি! নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

মাঝি গান গাইতে গাইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা গঙ্গামধ্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিল এবং কতক্ষণ পরে ক্রমে অদৃশ্য হইল।

আর তরণী হইতে যিনি উঠিলেন, তিনি কোথায়? তিনি মহারাজ বিজয়সিংহের প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি ক্রমে প্রাসাদ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সিংহদ্বার দিয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া যে স্থলে বসিয়া আছেন, এক্ষণে তিনি সেই স্থলে উপস্থিত। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তিনি এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কলেবর অতি শীর্ণ ও মলিন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেক কালাবধি কষ্টভোগ করিতেছেন। মুখ শুষ্ক, স্বভাবতঃ উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সকলেরই মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সকলেই মনে করিলেন, তিনি মহারাজের নিকট কোন বিশেষ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। তিনি যে চিন্তাজ্বরে কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই স্পষ্টরূপ প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণ সভায় প্রবেশ করিয়াই রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুই না বলিয়া তিনি মহারাজের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে কি বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা পার্শ্বস্থ

কেহই শুনিতে পাইলেন না। তিনি মহারাজের এক পার্শে উপবিষ্ট হইলেন এবং অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মহারাজা কতক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখ রক্তিমা বর্ণ হইল এবং তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি ক্রোধভরে অধীর হইযাছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কহিলেন, "উঃ কি অত্যাচার! এমন কুত্রাপি কখনও দেখা যায় নাই। পাপিষ্ঠ! তুই রাজা? তুই রাজবংশের কুলাঙ্গার, ধূমকেতু। রাজার কি এই ব্যবহার? আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, আমাদের উপকার করাই ব্রত, যদি এ প্রকার আশ্রয়হীন ব্রাহ্মণের উপকার করিতে নাই পারিলি, তবে রাজ্যে প্রয়োজন কি? ঐ সুতীক্ষ্ণ তরবারি কি তবে হস্তের শোভা সম্পাদন নিমিত্ত?"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে গমনোদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া রাজা বিজয় সিংহ আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অসি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, "মহাশয় যত দিন আমি এই অসি গ্রহণ করিতে পারিব, ততদিন আপনার উপকার করিতে বিরত হইব না।"

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের বদন ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! গুরুদেব আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন, আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করিব, অদ্য বিদায় হই।"

ব্রাহ্মণ অপসৃত হইলেন। রাজা বিজয়সিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, লেখনী ও মস্যাধার আনিবার অনুমতি করিলেন।

একজন ভৃত্য লেখনী ও মস্যাধার আনিয়া দিল। রাজা স্বয়ং একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রখানি লেখা

হইলে তিনি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং শিরোনামা লিখিয়া কহিলেন, "বেশ হইয়াছে আর অধিক কিছু লিখিবার প্রযোজন নাই।"

এই বলিয়া তিনি একটী দূতের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিয়া কহিলেন, "দূত! কল্য প্রত্যূষে জয়দেবপুরে গমন করিয়া দস্যুরাজ বীরসিংহের হস্তে এই পত্রখানি অর্পণ করিও, অধিক বিলম্ব না হয়, ত্বরায় প্রত্যাগমন করিও।"

দূত "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে বিজয়পুরে দস্যুরাজ বীরসিংহ সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার মুখ মলিন ঈষৎ বিকৃত। সম্মুখে এক মহাকায দণ্ডায়মান আছে। দস্যুরাজ একদৃষ্টে তাহাকেই দেখিতেছেন! রাজ সভা নিস্তব্ধ,—কাহারও মুখে বাক্য নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে দস্যুরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সিংজি খবর কি?"

সিংজি করজোড়ে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ আপনার আজ্ঞায় তাহাদের অন্বেষণে আমি অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছিলাম। সৈন্যগণ অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল ও অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে,—তাহারা সকলেই চারিদিক হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, কেহই কোন সন্ধান পায় নাই।"

দস্যুরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিলেন, পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "সিংজি! আপন কার্য্যে গমন কর, আর তাহাদের অন্বেষণে প্রযোজন নাই। তোমাদের কোন দোষ নাই একার্য্য আমার দোষেই ঘটিয়াছে। তাহারা কারাবাসিনী, কি জন্য তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিয়াছিলাম? কি জন্য তাহাদিগকে যথেচ্ছা যাইবার অনুমতি দিয়াছিলাম? কেন তাহাদের নিকট প্রহরী থাকিত না? কারাবাসীরা সুবিধা পাইলে কেন না

পলায়ন করিবে? আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহারা স্ত্রীলোক, কোথাও পলায়ন কবিতে পারিব না। আমি নির্ব্বোধ। সত্য তাহারা রমণী কিন্তু সামান্য চতুরা। স্বর্ণকুমারী বালিকা। কিন্তু সেই জ্যেষ্ঠা রমণী,—সেই চতুরা, তাহার পরামর্শেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে।”

দস্যুরাজ নিস্তব্ধ রহিলেন, মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল। তিনি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, বোধ হইল যেন চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা সম্বরণ কবিলেন, কেহই জানিতে পারিল না।

দস্যুরাজ অধোবদনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠক! এ লোকটী আপনার পরিচিত, এই লোকটীই মহারাজ বিজয়সিংহের প্রেরিত দূত। দূত, দস্যুরাজের হস্তে পত্রখানি অর্পণ কবিয়া, করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ কবিলেন।

দস্যুরাজ!

আপনি না কি রাজপুত? আপনি রাজপুত কখনই নহেন, রাজপুত কুলের কলঙ্ক। রাজপুতেরা কখনই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন না। আপনি দস্যু, নরঘাতী পিশাচ,—নরহত্যাই আপনার উপজীবিকা। আপনাকে উপদেশ দিতেছি, আপনি এখনও সৎপথে আসুন। দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করুন, যাহারা কারাগারে বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে উন্মোচন করুন এবং লোক সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করুন। যদি আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য কবিতে ইচ্ছা করেন মঙ্গল, নতুবা ত্বরায় স্বসৈন্যে সমর সজ্জায় সজ্জিত হউন।

দস্যুরাজ পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্রোধভরে কাঁপিতে লাগি-

লেন, পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "কি তেজ! এরূপ সাহসত কখনও দেখি নাই। মূঢ়! মৃত্যুর বাসনা কি জন্য হইল? মৃত্যুকে ডাকিতে হয় না, আপনা হইতেই আইসে। 'রাজপুত কুলের কলঙ্ক' উঃ আর সহ্য হয় না, তুই কোথায়? তোর রুধির পান না করিলে এ তৃষ্ণা শান্ত হইবে না। আবার 'নরহত্যা! অধম নরহত্যা করিয়াছি। কিন্তু এখনও শান্ত হই নাই; যে দিন এই অসি তোর রুধিরে প্লাবিত হইবে, সেই দিন জানিব নরহত্যা কাহাকে বলে। কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিব? পাপিষ্ঠ অগ্রে তোকে পৃথিবী কারাগার হইতে মুক্ত করি, তৎপরে তাহাদিগকে মুক্ত করিব। উঃ আমি যে অস্থির হইতেছি, আর বেগ ধারণ করিতে পারি না। মূঢ়! নিকটে আয়, কত তেজ বুঝিব। কি বলিলি, তোর উপদেশ মতে কার্য্য করিব? দুরাশয়! বীরসিংহের প্রাণ অপেক্ষা মান আদরণীয়, যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন কাহারও বশীভূত হইব না, কাহারও উপদেশ মত কার্য্য করিব না।"

এই বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন সম্মুখে দূত দণ্ডায়মান, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "দূত! ত্বরায় প্রতিগমন কর, তোমার রাজাকে বলিও যে রাজপুত রাজা বীরসিংহ সমর ভয়ে ভীত নহেন। প্রাণ অপেক্ষা তাঁহার মান অধিক আদরণীয়। তিনি কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিবেন না,—তিনি অধম বিজয়সিংহের উপদেশ শুনিবেন না। বিজয়সিংহের ক্ষমতা থাকে থাকুক, বীরসিংহ তাহাতে ভীত নহেন। দূত! তোমার রাজাকে কহিও, তিনি যদি পর দুঃখে এত কাতর, তবে পরের জন্য প্রাণদানে যেন ভীত না হয়েন। আমার ইচ্ছা, তিনি সসৈন্যে জয়দেবপুরে আগমন করুন ও

প্রাণপণে পরের উপকার করিতে চেষ্টা করুন। কিন্তু তাঁহাকে কহিও যে জয়দেবপুরের অধীশ্বর রাজা বীরসিংহ। বীরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহাকে আর গমন করিতে হইবে না। প্রাণপণে পরের উপকার করিতে আসিয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইবে।”

দস্যুরাজ নিরস্ত হইলেন এবং দূতও “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০৪০—

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, সূর্য্যদেব এখনও নিদ্রিত, তাঁহার গাত্রোত্থানের এখনও অনেক বিলম্ব। রাত্রিচর পক্ষীদিগের কলরব এখনও নীরব হয় নাই; কমলিনী এখনও বিরহ যাতনায় অস্থির; নিশা অবসানের এখনও বিলম্ব। বিজয়পুরস্থ

উপবন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এ সময়ে উপবনে মনুষ্যের সাক্ষাৎ অতি দুর্লভ। দস্যুগণও এ সময়ে উপবন পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ভবনে অবস্থিতি করে। অদ্য উপবন মধ্যে কি জন্য মনুষ্যের স্বর শুনা যাইতেছে? উপবন আজ কেন সেই প্রকার নিস্তব্ধ নাই? এ সময়ত উপবন মধ্যে কাহারও আগমন সম্ভব নয়। হইয়াছে, ঐ যে চন্দ্রালোকে একজন মনুষ্য দেখা যাইতেছে।

ও কে? ও যে যোদ্ধার বেশ। একজন সৈনিক পুরুষ উপবন মধ্য দিয়া যাইতেছে না? উহার পশ্চাদ্ভাগে আরও লোক আসিতেছে। এই যে সকলকেই দেখা যাইতেছে, সকলেই সৈনিক পুরুষ,—সকলেই রণবেশে বিভূষিত। সৈন্যগণ উপবন পার হইয়া চলিল এবং জয়দেবপুরে গিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যদেব উদয়গিরি অবলম্বন করিয়াছেন। সৈন্যগণ এখন কোথায়? তাহারা জয়দেবপুর বেষ্টন করিয়াছে। সৈন্যগণ জয়দেবপুর বেষ্টন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কাহারও অনিষ্ট করিতেছে না। তাহারা কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে। যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে, তিনি আসিতেছেন না। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল, তাহাদের মুখ মলিন হইয়াছে; তাহাদের চক্ষের আর সে প্রকার জ্যোতিঃ নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের বদন প্রফুল্ল হইল। তাহারা সকলেই কি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—যাহা নিরীক্ষণ করিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহারা নিরীক্ষণ করিল একজন বীর পুরুষ অশ্বারোহণে তাহাদের নিকট আসিতেছেন। অশ্বারোহী নিকটে আগমন করিল, চতুঃপার্শ্বস্থ সৈন্যগণ মস্তক অবনত করিল, সৈন্যগণ তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল,—তিনি মহারাজ বিজয়সিংহ।

মহারাজ সেনাপতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সেনা-পতি! আর বিলম্বে প্রযোজন নাই, তুমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে জয়দেবপুর উত্যক্ত কর। আমি এই স্থানে রহিলাম। পাপিষ্ঠ দুরাচার দস্যুরাজকে দেখিতে পাইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি স্বয়ং সেই পাপিষ্ঠের শাস্তি বিধান করিব। কিন্তু সাবধান, অসহায় লোকের প্রতি যেন অত্যাচার না হয়,—বৃদ্ধ, শিশু এবং রমণীগণ যেন নিরাপদে থাকে।"

দস্যুনগরীতে এই বিপদ উপস্থিত,—এখন দস্যুরাজ কোথায়? দস্যুরাজ বীরসিংহ কি রণভূষণে ভূষিত হইযা রাজা বিজযসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন?—না। তিনি ত দূত সম্মুখে রাজা বিজযসিংহকে কত র্ভৎসনা করিয়াছেন; কহি-য়াছেন যে, তিনি বিজয়সিংহের সহিত সমর আকাঙ্ক্ষা করেন। তবে তাঁহার এখনও সাক্ষাৎ নাই কেন? তিনি এখন কোথায়? পাঠক! তিনি এখনও আবাস গৃহে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার সুখের স্বপ্ন এখনও ভঙ্গ হয নাই। তিনি এখনও ভাবিতেছেন, যে, নীরদা ও স্বর্ণকুমারীকে আবার পাইবেন। মনে মনে কত সুখ অনুভব করিতেছেন; কিন্তু আবার তাঁহার মুখ শুষ্ক হই-তেছে, তিনি ভাবিতেছেন যে, আর তাহাদিগকে তিনি কখনও দেখিতে পাইবেন না। আবার বিজযসিংহের পত্র মনে পড়িল, তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল,—তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, বিজয়সিংহ সাহস করিযা কখনই জযদেব-পুরে আসিতে পারিবে না। যদি আসেন, তবে বীরসিংহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। তাঁহার মন কিছু শান্ত হইল,—তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাইলেন; তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। এক জন আহত সৈন্য তাঁহার

নিকটে উপস্থিত হইল এবং কহিল, "মহারাজ বিজয়সিংহ বহু-সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর আক্রমণ করিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলাম, তাঁহারা বহুসংখ্যক, আমরা অল্প,—আমাদের প্রায় সকল সৈন্যই নিহত হইয়াছে। আমিও আহত, এখনও রুধির নির্গত হইতেছে, মহারাজ—

আর বাক্য নিঃসৃত হইল না, কুঠার-ছেদিত কদলিবৃক্ষের ন্যায় সৈনিক ধরাশায়ী হইল ও প্রাণত্যাগ করিল।

দস্যুরাজ অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সমরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এক্ষণে কিসে পরিত্রাণ হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বজ্রনিনাদবৎ তূর্য্যধ্বনি সহসা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অশ্ব আনয়ন করাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং "প্রাণ যায় যাউক যুদ্ধ করিব" বলিয়া বিজয়সিংহের উদ্দেশে গমন করিলেন।

মহারাজ বিজয়সিংহ অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেছেন, হস্তে শত্রুনিপাতকারী সুতীক্ষ্ণ তরবারি ঝক্‌মক্ করিতেছে। দস্যুরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি গর্ব্বিত বচনে কহিতে লাগিলেন, "রাজা বিজয়সিংহ! আপনার মৃত্যু নিকট. আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া কি জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছেন?"

বিজয়সিংহ। আমার মৃত্যু নিকট, তাহাতে ক্ষতি নাই। দস্যুরাজ! এখনও উপদেশ দিতেছি, এখনও সময় আছে। আপনি দূতমুখে আমার অবমাননা করিয়াছেন,—আপনি আমার উপদেশ মত কার্য্য করেন নাই; সেই জন্যই অদ্য দস্যুনগরীতে এই ভীষণ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি। আমি ধনলোভে মত্ত হইয়া আপনার রাজ্যে আসি নাই, আমি অনাথ কারাবাসী-

দিগের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। আমার মনোরথ অবশ্যই সফল হইবে, যে হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছি, দস্যুনগরী তাহাতে অদ্যই ছারখার হইবে।

বীরসিংহ। অহঙ্কারের প্রয়োজন কি? যখন সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান, তখন কাহার কত ক্ষমতা এই দণ্ডেই বুঝা যাইবে। কিন্তু একটী কথা—

বিজয়। কি কথা, দস্যুরাজ?

বীর। রাজা বিজয়সিংহ। আপনি রাজপুত, রাজপুতেরা কখনই সমরে ভীত নহেন। আমি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলাম না, এই জন্যই সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি যুদ্ধে বিরত নই, আমি রাজপুত, আপনিও রাজপুত, আমি আপনাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। অদ্য দুই জনের মধ্যে এক জন এই সমরক্ষেত্রে বিনষ্ট হইব।

তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, অসি নিষ্কোষিত করিয়া রাজা বিজয়সিংহকে আক্রমণ করিলেন।

"রাজপুত রাজা বিজয়সিংহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীত নহেন," এই কথা বলিয়া রাজা বিজয়সিংহ আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন।

তাঁহাদের হস্তের তরবারি বিদ্যুৎ শোভা পাইতে লাগিল, তাহাদের অসি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বীরসিংহ ও বিজয়সিংহ দুই জনেই বীরপুরুষ,—দুই জনই সিংহ। দস্যুরাজ প্রতি দণ্ডেই তাহার শত্রুর প্রাণ নিধনের চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু বিজয়সিংহের ইচ্ছা সেরূপ নহে। দস্যুরাজ এখনও যদ্যপি তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে এই দণ্ডেই বিজয়সিংহ তাঁহার তরবারি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, —তাহা হইলে তিনি এই দণ্ডেই দস্যুরাজের

সহিত সখ্যভাব স্থাপনে উদ্যত। কিন্তু দস্যুরাজের মন তাদৃশ পবিত্র নহে। তিনি নরঘাতী, নরহত্যায় তাঁহার সঙ্কোচ নাই। তিনি বিজয়সিংহকে আহত করিতেছেন, বিজয়সিংহের অঙ্গ রুধিরধারায় প্লাবিত হইতেছে। তিনি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইলেন, আর অসি পরিচালন করিতে পারেন না। বিজয়সিংহের সৈন্য-গণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান,—তাহাদের মুখ বিষণ্ণ। তাহারা মহা-রাজের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাঁহার অনুমতি পাইলে তাহারা এখনও মহারাজের প্রাণরক্ষা করিতে পারে। সহসা মেঘগর্জ্জনবৎ কি শব্দ হইল, মহারাজ বিজয়সিংহ আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

"দুরাশয়! আপন কর্ম্মের ফলভোগ কর" এই বলিয়া দস্যু-রাজ বিজয়সিংহের বধার্থ অসি উত্তোলন করিলেন। সৈন্যগণের চক্ষু ক্ষণকালের নিমিত্ত নিমীলিত হইল। দস্যুরাজ বিজয়-সিংহের প্রাণ সংহারে উদ্যত, সহসা তাঁহার কর্ণে "ধর্ম্মের জয়, ধর্ম্মের জয়" এই বাক্যগুলি প্রবেশ করিল। তিনি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সেই উত্থিত তরবারি ভূতলে পতিত হইল।

"পাপিষ্ঠ! ধর্ম্মের অবশ্যই জয় হইবে, তুমি দস্যু, তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।" এই বলিতে বলিতে রাজা বিজয়সিংহ বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সাহস দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি শাণিত তরবারির দ্বারা দস্যুরাজকে আঘাত করিলেন, বীরসিংহ ধরাশায়ী হইলেন।

বীরসিংহ আহত হইয়া বেদনায় অস্থির হইল। কিন্তু এখনও তাঁহার মুখ হইতে গর্ব্বিত বচন নিঃসৃত হইতেছে। "দুরাচার! তোরই মানস সফল হইল, আমি আহত হইয়াছি। উঃ! অধম বিজয়সিংহের হস্তে প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্তই কি এত দিন

সগর্ব্বে রাজত্ব করিলাম? প্রাণ যায়, আবার এ কি অধর্ম্ম। যাহাকে আশ্রয় দিলাম, সেই সন্ন্যাসী রণক্ষেত্রে আসিয়া 'ধর্ম্মের জয়' শাপ দিয়া গেল, প্রাণ যায়, চলিলাম—"

এই বলিতে বলিতে চক্ষু নিমীলিত হইল, নিশ্বাস বন্ধ হইল, দস্যুরাজ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

দস্যুরাজ বীরসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে পর রাজা বিজয়সিংহ ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার অঙ্গ হইতে রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। সহসা তিনি দেখিলেন, এক পঞ্চম বর্ষীয় সুকুমার বালকের হস্ত ধারণ করিয়া এক সুন্দরী রমণী তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন। এক জন দীর্ঘকায় সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে,—রমণীর নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। তিনি ধীরে ধীরে মহারাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং করুণস্বরে কহিলেন, "মহারাজ বীরসিংহকে হত্যা করিয়াছেন, আমরা আর কাহার জন্য থাকিব? আমাদিগকেও নিধন করুন।"

মহারাজ এই সুন্দরীর বিনয়ী স্বভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

নিতম্বিনী। "আমি কে? মহারাজ! সে পরিচয় শুনিয়া আপনার কি হইবে? আমি এক্ষণে এক দুঃখিনী, এক কাঙ্গালিনী,—আমি বীরসিংহের বিধবা পত্নী।"

এইরূপ কহিতে কহিতে তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর আহত দেহ সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। স্বামিন! প্রভো কোথায় গমন করিলেন? দাসীকে জন্মের মত ত্যাগ করিলেন, আর কি একবারও আমার সহিত কথা কহিবেন না? আচ্ছা আমার সহিত না কথা কন, আপনার

প্রিয় পুত্র এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহার সহিত একটা কথা কন, আপনি ইহাকে রক্ষা করুন; নতুবা অনাহারে আপনার সন্তানের প্রাণ যায়। প্রভো! আপনার পুত্র কি শেষে ভিক্ষা করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে, ইহার অদৃষ্টে কি এই ছিল? মহারাজ বিজয়সিংহ! আপনি ধার্ম্মিক, ইহা কি কখনও সহ্য হয়? আপনার কি এক জন রাজপুত্রের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা হয়? যদি এরূপ ইচ্ছা না হয় তবে, মহারাজ! আমি মিনতি করিতেছি, আমার এই হতভাগ্য সন্তানের প্রাণ বধ করুন, আমি আপনাকে স্ত্রীহত্যা করিতে বলিতে পারি না,—আমি স্বয়ংই আপনার প্রাণনাশ করিব; কিন্তু ধার্ম্মিকবর! মা হইয়া কি পুত্রের প্রাণ বধ করা যায়? আমি এই জন্যই বলিতেছি, আমার পুত্রকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, আপনি উহার প্রাণ বধ করুন।

বিজয়সিংহ। রাজমহিষি! আপনি এত ব্যাকুলা হইবেন না, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র দোষ নাই। আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনলোভে আপনার স্বামীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই, আমি হতভাগ্য কারাবাসীদিগের দুঃখ মোচনার্থ এখানে আসিয়াছি। দস্যুরাজ যদ্যপি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে আমি কখনই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম না। সাধ্বী! আমি আপনার নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। আমায় ক্ষমা করুন, আমি অদ্য এক পবিত্রা এবং সাধ্বী রমণীর বৈধব্যদশা ঘটাইলাম। কি করিব, বিধাতার লিখন! আপনি কিছু মনে করিবেন না। রাজ্য ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই আপনার রহিল। আমি তাহা কিছুই লইতে ইচ্ছা করি না। এরূপ পবিত্রা রমণীর দুঃখানল প্রজ্জলিত করিয়া রাজা বিজয়সিংহ স্বকীয় কোষ পূরণ করিবার ইচ্ছা করে না।

নিতম্বিনী বিজয়সিংহের বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বিজয়সিংহ, আবার কহিলেন, "আপনার রাজ্য-মধ্যে আপনি কাহাকে সকল অপেক্ষা বিশ্বাস করেন? কোন্ ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ করিলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?"

নিতম্বিনী তাঁহার পার্শ্বস্থ সৈনিক পুরুষের হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! আমার রাজ্যে কেবল একটী মাত্র লোক বিশ্বাসী আছে, তাহার হস্তে এই রাজ্যভার অর্পণ করিলে আমি সুখী হইব। এই যে সৈনিক পুরুষকে দেখিতেছেন, ইহার নাম সিংজি। ইনি মহারাজের কারাধ্যক্ষ ছিলেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে কারাবাসীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে,—আমার ইচ্ছা ইনিই এখন রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করুন। ইহার তুল্য উদারস্বভাব লোক অতি বিরল আছে। মহারাজ ইহাকে জানিতেন না, কিন্তু আমি ইহাকে জানিতে পারিয়াছিলাম, অতএব মহারাজ! আপনার যাহা বিবেচনা হয় আজ্ঞা করুন।"

বিজয়সিংহ। দেখ সিংজি, আপনার উপর রাজমহিষীর যখন এরূপ বিশ্বাস দেখিতেছি, তখন আপনাকে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলি, আপনি এই মহারাজ বীরসিংহের পুত্রকে একটু যত্নের সহিত লালন পালন করিও এবং ইহার স্বভাব যাহাতে উহার পিতার মত না হয়, সে বিষয় একটু লক্ষ্য রাখিও। আমি এক্ষণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, শিবিরে চলিলাম।

এই বলিয়া মহারাজ বিজয়সিংহ, আপন শিবিরে গমন করি-

লেন। চতুঃপার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার এই আচরণে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

মহারাজ বিজয়সিংহ দস্যুরাজকে বিনষ্ট করিয়া, জয়দেবপুর পরিত্যাগকালীন তিনি একবার সসৈন্যে উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কতক সৈন্য সেইখানেই রাখিয়া, কেবল মাত্র কয়েকটী বন্ধুর সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সন্ন্যাসী জপে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী জপ সমাপণ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন,—তাঁহারা সন্ন্যাসীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

বিজয়সিংহ। পিতঃ! আমি সবান্ধবে আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি উজিরপুরের রাজা, নাম, বিজয়-

সিংহ। দস্যুরাজের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম ; আমার ইচ্ছা, তিনি কারাবাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করুন এবং স্বয়ং দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। পিতঃ! তিনি আমার অবমাননা করিয়াছিলেন, আমি সেই ক্রোধে তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি এবং তাঁহার পুত্রকে সমস্ত বৈভব সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে কারাবাসীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং দস্যুদিগের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। আপনি দস্যুরাজের তপোবনে বাস করেন,—আপনার দস্যুরাজ আশ্রিত। পিতঃ! আমিও আপনার আশ্রিত, আমায় ক্ষমা করুন।

সন্ন্যাসী। বৎস! ভীত হইও না, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে লোক নরঘাতী, যে পাপিষ্ঠ—নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকদিগকেও কষ্ট দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়,—তাহাকে বধ করিলে কিছু মাত্র পাপ নাই। বৎস। দস্যুরাজের সহিত তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ শুনিয়া, আমি স্বয়ং রণস্থলে যাইয়া 'ধর্ম্মের জয়' উচ্চারণ করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে গৃহে গমন কর, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক, তুমি সর্ব্বত্র জয় লাভ কর। সন্ন্যাসী এই বলিয়া, পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,—দেখিলেন তাঁহার পার্শ্বে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান। পাঠক। এই ব্রাহ্মণ আপনাদিগের পরিচিত. উঁহার অনুরোধেই বিজয়সিংহ দস্যুশিবিরে দূত পাঠাইয়াছিলেন, উঁহার উপকারার্থেই মহারাজ দস্যুনগরীতে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন।

রাজা ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যাহা যাহা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সে সমুদয় করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কি উপকার করিব আজ্ঞা করুন?"

ব্রাহ্মণ। মহাশয়! ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন। আপনি আমার নিমিত্ত যথেষ্ট কষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, গৃহে যাই।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে উপবন হইতে বহির্গত হইলেন।

মহারাজ বিজয়সিংহ ব্রাহ্মণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা প্রভু, আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? আমায় আজ্ঞা করুন, কি করিলে আপনার অশ্রুমোচন হয়, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমার এ অশ্রু আর মোচন হইবার নয়,—চিরকাল এই অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত বিধাতা আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি রোদন করিব না ত কে রোদন করিবে?

মহারাজ। আচ্ছা, আপনার রোদনের কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন না।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ আমার দুঃখের কথা কি বলিব? আমার এক মাত্র পুত্র সন্তান ও এক মাত্র কন্যা। আমি আমার কন্যার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালীন তেজপুরে বিবাহ দিই, কিন্তু তখন তেজপুরের পথে অত্যন্ত দস্যুভয় থাকায় কন্যাকে কখনও আপন গৃহে আনিতে পারি নাই,—তবে মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া কন্যা ও জামাতার সংবাদ লইতাম। একদা আমার সহধর্ম্মিণী কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন এবং জামাতার সহিত কন্যাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইহা দেখিয়া আমি জামাতাকে ঐ মর্ম্মে এক পত্র লিখিলাম, আমার জামাইও পত্র লিখিলেন যে, 'আমরা অদ্য এখান হইতে রওয়ানা হইলাম'। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব। সেই

অবধি আজ চারি বৎসর অতীত হইল, আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া কত দেশ অনুসন্ধান করিয়াছি—তাহার স্থিরতা নাই। অবশেষে শুনিলাম, জয়দেবপুরের দস্যুরাজ বীরসিংহ আমার জামাতা ও কন্যাকে বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিয়াছে—তাহাই মহারাজ! আপনার নিকটে আসিয়া ওরূপ অনুরোধ করিলাম, আপনিও আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আশ্রিত প্রতিপালকের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ! আমার ভাগ্য-লিপি কে খণ্ডন করিবে বলুন? বীরসিংহ নিহত হইলে আমি কারাগারে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কই কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, তাই মহারাজ ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতেছি।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আর তথায় থাকিতে পারিলেন না—ক্রন্দন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। রাজা তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ও দুঃখ কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মৌন-ভাবে স্বদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন এত করিয়াও ব্রাহ্মণের দুঃখ মোচন করিতে পারিলাম না,—মনে বড় দুঃখ রহিল।

পাঠক! একবার এস আমরা দেবগ্রামে যোগেন্দ্রনাথ কি করিতেছেন দেখিগে। ঐ যে যোগেন্দ্রনাথ একাকী পথ দিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতেছেন। তাহার মুখ এখনও ম্লান, দেখিলেই বোধ হয়,—তাঁহার কামনা এখনও সিদ্ধ হয় নাই। তিনি অনবরত কি ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতে-ছেন। বেলা প্রায় অবসান, পথে আর লোক নাই,—যোগেন্দ্র-নাথ একাকী যাইতেছেন। সন্ধ্যা নিকট, এখনই রাত্রি আসিবে,—রাত্রিকালে কোথায় অবস্থিতি করিবেন,—এই চিন্তা তাঁহার মনে মনে বলবতী হইল। তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

গ্রাম নিকটে নাই চতুর্দ্দিকে কেবল শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত কাতর হই-লেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, জয়দেবপুরে এক দিন এই রূপ কাতর হইযাছিলাম, কিন্তু সে কষ্ট আমার অধিক ক্ষণ ছিল না। আহা! নীরদা, ভগিনী তুমি এখন কোথায়? আমার প্রাণেশ্বরী স্বর্ণকুমারী তুমি এখন কোথায়? এ সময় যদি একবার দেখা হইত, তাহা হইলে কষ্ট অনেক লাঘব হইত। তাঁহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি এই রূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, এমত সময় তাঁহার মুখ হঠাৎ প্রফুল্ল হইল। সতৃষ্ণনয়নে তিনি কি দেখিতে লাগি-লেন। কি দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল? সতৃষ্ণনয়নে তিনি কি দেখিতে লাগিলেন?—বুঝিয়াছি অনতিদূরে একটী বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, তিনি তাহাই দেখিতেছেন। বৃক্ষ পার্শ্বে কোন আশ্রয় স্থল থাকিলেও থাকিতে পারে,—ইহাই ভাবিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছে। তিনি বেগে চলিতে লাগিলেন। রাত্রি আগত, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে,—আর দৃষ্টি চলে না। যোগেন্দ্রনাথের মুখ আবার মলিন হইল, তিনি যে বৃক্ষটী দেখিয়া আশ্বাসিত হইযাছিলেন, তাহা আর দেখা যাই-তেছে না,—তাহা এক্ষণে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনি অতি কষ্টে প্রাণের দায়ে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সম্মুখে কি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন, একটী বৃক্ষ পার্শ্বে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ রহিয়াছে,—সেই গৃহের গবাক্ষ দ্বার দিয়া ঐ আলোক আসিতেছে। তাহার মন শান্ত হইল, তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহা একটী সরাই। তাহার মন আরও পুলকিত হইল। তিনি আহ্লাদে

সরাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইয়াছে, সকলেই একে একে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। আহা! এই সরাইটী রমণীয় স্থান, উহার পার্শ্বে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ; বৃক্ষের সম্মুখে একটী মন্দির এবং বৃক্ষের পার্শ্বে পর্ণশালা সংস্থাপিত রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি নির্ম্মিত রহিয়াছে। পর্ণশালাটী কাহার? পর্ণশালাটী সন্ন্যাসী ও তাপসদিগের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যহ কত সন্ন্যাসী ও তাপসকুমার আসিয়া বৃক্ষতলে হোম করিয়া থাকেন এবং রাত্রিকালে কুটীর মধ্যে অবস্থিতি করেন। এই যে এখনও দুই জন তাপসকুমার বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন; সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে,—বোধ হয় হোম করিতেছেন। আহা! এরূপ জপ ত কখনও দেখি নাই। তপ্তকাঞ্চননিভ উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। উঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সরাই হইতে লোক সকল বহির্গমন করিতেছে, কি দেখিবে বলিয়া তাহারা তরুতলে আসিতেছে। তাহারা কি দেখিবে? দুই জন তরুণ বয়স্ক তাপসকুমার।

তাপসকুমার দুই জন সহসা কেন অস্থির হইলেন? তাহাদের মনের ভাব কেন এরূপ বিকৃত হইল? তাহারা কি জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন?—কে এক জন আসিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন। ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তাহাদিগকে ত কত লোক আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, তাহাতে ত তাহাদের মনের ভাব এরূপ বিকৃত হয় না। তবে এরূপ কেন হইল? ও কি, তাহারা যে রোদন করিতেছেন? অশ্রুবারিতে তাহাদিগের বদন ভাসিয়া যাইতেছে।

জ্যেষ্ঠ তাপসকুমার প্রণত ব্যক্তির স্কন্ধে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিলেন, "পথিক, বন্ধু! এত দিনের পর আমাদিগের মানস সফল হইল। ভাই! তোমার অন্বেষণেই আমরা এত কষ্ট পাইতেছি। বন্ধো! একবার কথা কও, তোমার মিষ্ট কথা অনেক দিন শুনি নাই। ও কি? তুমি অমন করিয়া চাহিয়া রহিলে যে? আমাদিগকে কি চিনিতে পার নাই? বৎস! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনিই চিনিতে পারিবে।"

এই বলিয়া তাঁহারা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, তখন যোগেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, কারাবাসিনী সেই নীরদা ও স্বর্ণকুমারী। তাঁহার দুঃখসাগর উথলিয়া উঠিল, নয়ন হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি কাতরস্বরে কহিলেন, "ভগিনি! এত দিনের পর আমার—"

আর কথা আসিল না। নীরদা তাঁহাকে অস্থির দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই আর কাঁদিও না, শান্ত হও। এখনই সকলের মনোরথ পূর্ণ হইবে। ভাই! কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া অবধি যে কত কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আর কি কহিব। দেখ, তোমার জন্যই তাপস বেশ পরিগ্রহ করিলাম, তোমার জন্যই দেশে দেশে স্বর্ণকে লইয়া ভ্রমণ করিলাম। ও কি? স্বর্ণ যে এখনও কাঁদিতেছে, ভাই! তোমার স্বর্ণকে তুমি শান্ত কর।"

যোগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীর হস্ত ধারণ করিলেন, স্বর্ণকুমারী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, যোগেন্দ্রনাথের হস্তে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। যোগেন্দ্রনাথও সেইখানে বসিলেন, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বদন প্লাবিত হইতে লাগিল। নীরদা সতৃষ্ণনয়নে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুঃপার্শ্বে সকল লোকই বিস্মিত হইয়াছে; তাহারা চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে,—কাহারও মুখে বাক্য নাই। হঠাৎ তাহারা ফিরিয়া চাহিল,—কি দেখিতে লাগিল? দেখিল এক জন শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ তরুমূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নীরদার হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "নীরদা! বৎসে! প্রাণাধিকে! তুমি কোথায়? তুমি এখানে?— আহা! তোমারই নিমিত্ত আমার এরূপ অবস্থা,—তোমারই নিমিত্ত আমার কলেবর জীর্ণ হইয়াছে। বৎসে! যে দিন শুনিলাম, তুমি পিত্রালয়ে আসিতে আসিতে দস্যুহস্তগতা হইয়াছ, সেই দিন যে আমার কি হইল তাহা কি বলিব। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রেই বাটী হইতে পলায়ন করিলাম। কত স্থান ভ্রমণ করিলাম,— অবশেষে তোমার সন্ধান পাইলাম। নীরদা তোমার জন্যই আমি উজিরপুরে যাত্রা করিলাম এবং রাজা বিজয়সিংহের আশ্রয় লইলাম। বৎসে! নিশ্চিন্ত হও, রাজা বিজয়সিংহ পাপিষ্ঠ বীরসিংহকে বিনষ্ট করিয়াছেন। উঃ! যে দিন কারাগারে অন্বেষণ করিলাম,—কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম না, শুনিলাম যে তুমি পলায়ন করিয়াছ,—সে দিনই বা মনে কি হইল? বৎস! একবার কোলে এস, আমি মনে করি নাই——।"

ব্রাহ্মণ আর কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

নীরদাও আর কথা কহিতে পারিলেন না, রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্লাদে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না,—চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন! ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "পিতঃ! আমি কখনই মনে করি নাই যে, আবার সনমি আপনার শ্রীচরণ

দর্শন করিব। এক্ষণে বলুন আমার প্রাণাধিক ভাইটী কেমন আছে ?"

'ভাইটী কেমন আছে' শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি স্বর্ণকুমারীর পার্শ্ববর্ত্তী যোগেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস যোগেন্দ্রনাথ! তুমিও এখানে; ওঃ! আজ কি সুখের দিন, বৎস এমনভাবে কেন? দেখ তোমার পার্শ্বে সহোদরা নীরদা সুন্দরী, দেখ সম্মুখে তোমার পিতা গোবিন্দবল্লভ।"

যোগেন্দ্রনাথ আহ্লাদে জড় প্রায় হইয়াছেন, তাহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, তিনি অতি বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমি আপনারই অন্বেষণে অদ্য তিন বৎসর ভ্রমণ করিতেছি, অদ্য কি সুপ্রভাত!"

নীরদা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি যোগেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যোগেন্দ্রনাথ! তোমাকে পূর্ব্বে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তুমিই আমার সহোদর। ভাই! অদ্য আমাদের কি সুখের দিন! এক্ষণে স্বর্ণের সহিত তোমার বিবাহ হইলেই আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়।"

গোবিন্দবল্লভ। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় আর কিছুই নাই, স্বর্ণের মত শান্তস্বভাবা বালিকা অতি অল্প আছে। কিন্তু নীরদা! আমি স্বর্ণের বিষয় কিছুই জানি না।

নীরদা। আমি স্বর্ণকুমারীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। স্বর্ণের বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন অবধি স্বর্ণ আমার নিকটে আছে। আমার কারারুদ্ধ হইবার অল্প দিন পরেই, কারাধ্যক্ষ আসিয়া আমার হস্তে স্বর্ণকে অর্পণ করিল। কহিল,

স্বর্ণ এক অধ্যাপকের কন্যা, দস্যুরা ইহার মাতাকে বিনষ্ট করিয়া ইহাকে আনিয়াছে, ইহার পিতা কোথায় পলায়ন করিয়াছে।' আমি স্বর্ণকুমারীকে পাইয়া পরম সুখী হইলাম, আমরা দুই জনেই দুঃখিনী ও অরণ্যবাসিনী।

গোবিন্দবল্লভের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; আমি অদ্যই স্বর্ণকে আমার যোগেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিব।

সকলেরই মন হর্ষসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল, সকলেরই মুখ হাসি হাসি। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কি দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সন্ন্যাসীই আপনাদের পরিচিত, ঐ সন্ন্যাসীর সহিত যোগ-সরোবরে আপনাদের আলাপ হইয়াছে।

সম্মুখে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহারা সকলেই প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎসে নীরদা! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে?"

নীরদা। পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমি এক্ষণে পিতা এবং প্রাণাধিক সহোদরের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রভো! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমার স্বর্ণকে ভাই যোগেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করি।

সন্ন্যাসী কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "নীরদা! আমি কখনই মনে করি নাই যে, স্বর্ণ এমন সুপাত্রে অর্পিত হইবে। শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব কেন? বৎসে! আমিই আমার স্বর্ণকে বৎস যোগেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিব।— আমিই দুঃখিনী স্বর্ণকুমারীর পিতা।"

স্তম্ভিত [illegible] এই সন্ন্যাসি[illegible] চকিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি গোবিন্দবল্লভের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "মহাশয় আশ্চর্য্য হইবেন না। আমিই স্বর্ণকুমারীর পিতা ভারত শিরোমণি। যোগ-সরোবর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটী গ্রাম আছে, সেইখানেই আমার বসতি। এক দিবস রাত্রে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে এক ভয়ানক চীৎকার শুনিতে পাইলাম। আমি ভীত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিলাম এবং দেখিলাম যমদূতাকৃতি কতকগুলি দস্যু আমার বহির্গৃহ আক্রমণ করিয়াছে। আমি আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলাম না,—প্রতিবাসীদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত বাহিরে গমন করিলাম। যখন কতকগুলি প্রতিবাসীর সহিত গৃহে আসিলাম, তখন দেখিলাম দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কেবল দেখিলাম, আমার পত্নীর মৃতদেহ ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। আমার এক মাত্র কন্যাটীকেও দেখিতে পাইলাম না। একবার মনে করিলাম, যদি স্বর্ণ জীবিত থাকে, তাহা হইলে ত তাহার দুঃখের আর সেবধি থাকিবে না। এই ভাবিয়া আমি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলাম এবং যোগ-সরোবরের তীরে বাস করিতে লাগিলাম। তাঁর অনুসন্ধানে মধ্যে মধ্যে দস্যুনগরীতে গমন করিতাম। এক দিন নীরদার নিকট আমার স্বর্ণকে দেখিতে পাইলাম, আমি সেই দিন অবধি নীরদাকে কন্যার মত ভালবাসি। লম্পট দস্যুরাজের ভয়ে নীরদা ও স্বর্ণকুমারী যে দিন আমার নিকট আসিল, তাহাদিগের পথে বিপদ আশঙ্কা করিয়াই আমি তাহাদিগকে সেই দিন তাপসবেশ পরিগ্রহ করাইয়া দেবগ্রামে পাঠাই। এক্ষণে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে দেখিয়া আমার শিষ্য যাইয়া আমায় সংবাদ দিল। আমি এই শুভ

সংবাদে পুলকিত হইয়া আপনাদের উদ্দেশে আসিয়াছি। আমার মানস সফল হইয়াছে, আমি আপনাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"

গোবিন্দবল্লভ আহ্লাদে সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিলেন; তাহারা উভয়েই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন,—কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলেই এক মনে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

সন্ধ্যা সমাগতা, সর্ব্বত্রই অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অদ্য দেবগ্রামেও এক অপূর্ব্ব শোভা। যোগেন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী দাঁড়াইয়া আছেন, এক পার্শ্বে সহোদরা ভগিনী নীরদা। সন্ন্যাসী স্বর্ণকুমারীর হস্ত লইয়া যোগেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহারা দুই জনেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একসঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। তাহাদের অন্তরাত্মা আজ স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

সমাপ্ত।